লোককবি জালাল উদ্দীন খাঁ ঃ গানের বৈশিষ্ট্য ও বিষয় বৈচিত্র্য

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

অধ্যাপক

নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপস্থাপন

বিমান চন্দ্র বিশ্বাস

এম ফিল (গবেষক)

রেজিস্ট্রেশন ও সেশন নং ২/২০০০-০১

নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

RB

B

780·9

BIL

Dhaka University Institutional Repository

লোককবি জালাল উদ্দীন খাঁ ঃ গানের বৈশিষ্ট্য ও বিষয় বৈচিত্র্য

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

অধ্যাপক

নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

GIFT

425531

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উপস্থাপন

বিমান চন্দ্র বিশ্বাস

এম,ফিল (গবেষক)

রেজিষ্ট্রেশন ও সেশন নং ২/২০০০-০১

Dhaka University Library
425531

নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

॥ অঙ্গীকারনামা ॥

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, "লোককবি জালাল উদ্দীন খাঁ ঃ গানের বৈশিষ্ট্য ও বিষয় বৈচিত্র্য" এই অভিসন্দর্ভ পত্রে আমার জানামতে পূর্বে কোন গবেষক এ গবেষণা কাজটি করেন নাই। আন্তর্জাতিক কোন পত্রপত্রিকাতে আমি এই অভিসন্দর্ভ পত্রের কিয়দংশও প্রকাশ করি নাই।

(বিমান চন্দ্র বিশ্বাস)
এম,ফিল (গবেষক)
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

425531

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

(ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী)
অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু			পাতা
ভূমিকা	ঃ		৪
প্রথম অধ্যায়	ঃ	জালাল উদ্দীন খাঁর জীবন কথা	৫
	ঃ	শিক্ষাজীবন	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	জালাল উদ্দীন খাঁর গান ঃ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য	১২
	ঃ	জালাল উদ্দীন খাঁর সংগীতের শ্রেণী বিন্যাস	২৬
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	জালাল খাঁর গানের সুরবৈচিত্র্য	৩১
	ঃ	জালাল গীতির স্বরলিপি	৩৮
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	সংগৃহীত জালাল গীতি	৫৫
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	জালাল উদ্দীন খাঁর হস্তলিপি	৮৩
	ঃ	লোককবি জালাল উদ্দীন খাঁর বংশ তালিকা	৮৭
গ্রন্থপঞ্জী	ঃ		৮৮

425531

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলা লোকগীতির অমর পথিকৃত লালন শাহ্, হাসন রাজা, রাধারমন, পাগলাকানাই, বিজয় সরকারের মতো আরো অনেক প্রতিভা বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, তার মধ্যে জালাল খাঁকে একজন মৌলিক গীতিকার হিসেবে বিবেচনা করা যায় তাঁর গানের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে। জালাল খাঁর জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে লোকজীবন ও কবিমানস বৈচিত্র্যরূপে উদ্ভাসিত। তাঁর গানের বিষয়ের আলাদা রূপ আছে, সে কারণে সুরও ব্যতিক্রম এবং জালালের নিজস্বতা বিচার করে। বিশেষ করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল সহ সারা বাংলাদেশে তাঁর গান প্রচারিত হয়ে থাকলেও ব্যক্তি প্রতিভার প্রচার ও বিকাশ তেমন ভাবে ঘটেনি এবং গানের বিষয় ও স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করার বিস্তর ক্ষেত্র ও উৎস রয়েছে। এতে করে বাংলা লোকগীতি ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একটি বিরল প্রতিভা চিহ্নায়নের সুযোগ তৈরী হবে বলে মনে করি।

বাংলার নিসর্গ চিত্র, সমাজ জীবন, আর মাটির কাছাকাছি যে সমস্ত মানুষের বাস তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা লোককবি জালাল উদ্দীন খাঁর অন্তর্লোকের সৃষ্টিশীল সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছে। বাংলার নদী, নীল আকাশ এবং বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তরে জালাল খাঁ আবিস্কার করেছেন পৃথিবীর অসীম ঔদাস্য ও সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য। এই ভাবের গভীরতা তাঁর গানগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই গবেষণা পত্রে পাঁচটি অধ্যায়ে লোককবি জালাল উদ্দীন খাঁর জীবন কথা, গানের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, গানের শ্রেণীবিন্যাস, সুর বৈচিত্র্য, গানের স্বরলিপি ও কিছু গান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গবেষণার কাজে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। গবেষণা কাজটি সুষ্ঠরূপে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে উপদেশ, তথ্য ও তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া নীলুফার ইয়াসমীন স্মৃতি পাঠাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, জালাল খাঁ স্মৃতি পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যারা আমাকে সাহায্য করেছেন ও জালাল খাঁর শিষ্য শ্রদ্ধেয় সুনীল কর্মকার যিনি আমাকে জালাল খাঁ'র অনেক তথ্য, গানের বাণী ও সুর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং যে সব লেখক ও গবেষকের বইপত্র থেকে আমি সহায়তা গ্রহন করেছি তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃজ্ঞতা স্বীকার করছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জালাল উদ্দীন খাঁর জীবন কথা

বাংলা লোকগীতির অমর পৃথিকৃত লালন শাহ্, হাসনরাজা, রাধারমন, পাগলা কানাই, বিজয় সরকারের মতো আরো অনেক প্রতিভা বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে জালাল খাঁকে একজন মৌলিক গীতিকার হিসেবে বিবেচনা করা যায় তাঁর গানের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে। লোককবি জালাল খাঁর জন্ম ১৮৯৪ সালের ২৫শে এপ্রিল নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার আসাদহাটি (সরিষাটি) গ্রামে মাতুলালয়ে। তাঁর পিতার নাম সদরুদ্দীন খাঁ। তাঁর পিতা শশুড় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। পিতৃভূমি ছেড়ে আসাদহাটি গ্রামেই স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন। তার পূর্ব পুরুষগন ছিলেন মদনপুরের নিকটবর্তী মানাং গ্রামের বিশিষ্ট যাযক ব্রাহ্মন। বেদবেদান্ত দর্শণ শাস্ত্রে যে পরিবারটি ছিল নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজের নমস্য। জালাল খাঁর সপ্তম পূর্ব পুরুষ শচীন শর্মা ছিলেন এই পরিবারেই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কথিত আছে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৈয়দ খোয়াজ নামে একজন সুফি সাধক মদনপুরের দুই মাইল দক্ষিণে তেঁতুলিয়া গ্রামে এসে আস্তানা স্থাপন করেন। ধর্মপ্রচারক সৈয়দ খোয়াজ ছিলেন বয়সের দিক থেকে অনেক বৃদ্ধ এবং সে মোতাবেক তিনি বুড়াপীর হিসাবে অত্র অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করেন। এই বুড়াপীরের নিকটস্থ মনাং গ্রামের একজন ব্রাহ্মন উকিল শচীন শর্মা একবার মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। গ্রামে প্রচলিত চিকিৎসায় কোন কাজ হচ্ছে না এমনকি ঠাকুরের চরনামৃত এও কাজ হচ্ছে না দেখে অনেকেই উপদেশ দিলেন বুড়াপীরের শরনাপন্য হওয়ার জন্য। সামাজিক বাঁধাতো আছেই পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন যে মাথার উপর খড়গের মতো ঝুলছে তাকে ঠেকায় কে? ব্রাহ্মন তনয় শচীন শর্মা জানেন তাকে বুড়াপীরের হাতে পানিপড়া খেতে হবে এবং সে জন্য তিনি হিন্দু সমাজে পতিত হবেন। তবুও তাকে বাচঁতে হবে। সকল বাঁধা বিপত্তি উপেক্ষাকরে ছুটে যান সেই বুড়াপীরের আস্তানায়। বুড়াপীর সব বৃত্তান্ত জেনে কিছু বনজ ঔষধ পানিপড়া আর কতগুলি নিয়ম পালনের উপদেশ দেন। যন্ত্রের মতো কাজ হলো, ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠলেন শচীন শর্মা। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে হিন্দু সমাজে আর ঠাঁই পেলেন না। অবশেষে পীর সাহেবের কাছে দীক্ষা গ্রহন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন এবং নাম ধারন করেন সুলতান উদ্দিন খাঁ।

Dhaka University Institutional Repository

তারপরবর্তী বংশধররা হলেন মুরাদ খাঁ, রাজা খাঁ, সদরুদ্দীন খাঁ এবং জালাল উদ্দীন খাঁ। মরমী কবি, গীতিকার ও বাউল কবি জালাল উদ্দিন খাঁ উক্ত সুলতান খাঁর বংশের অষ্টম পুরুষ। লোককবি চরম-অনাসক্ত আল্লাহ প্রেমিক, বিচিত্র লোকগীতির স্রষ্টা এবং পল্লীগীতি, বাউল, মুশির্দী, মারফতি, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদ সংগীত সমূহের বিশাল ভান্ডারের সৃজনে বৃহৎ প্রতিভা ও প্রজ্ঞার পরিচয়ে সৃজনশীল সাহিত্যে সূফী ও সন্ন্যাস ধর্মীয় পথ-প্রদর্শক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের ৩১ মোতাবেক ১৬ই শ্রাবণ ১৩৭৯ সোমবার সন্ধ্যা ৭.৩৫ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। তিনি একজন সাধক ছিলেন। তাঁর সমাধি সম্পর্কে মৃত্যুর পূর্বে শিষ্যদের বলে যান- তাঁর বাড়ীতে একটি আমগাছের নীচে বসে তিনি সাধনা করতেন সেখানেই যেন তাঁকে সমাহিত করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময় সব শিষ্যরা কাছে ছিল না- যার ফলে তাঁকে বাড়ীর পাশেই পুকুর পাড়ে কবর দেওয় হয়। কিন্তু মৃত্যুর খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তাঁর শিষ্যরা তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলে পুকুরপাড়ে কবর দেওয়ার বেপারটি মেনে নিতে পারেননি। শিষ্যদের পীড়াপিড়ির কারনে আনুমানিক ছয়/সাত দিন পর কটিয়াদির হাসিম নামে এক শিষ্য কবর থেকে লাশটি উঠিয়ে তাঁর বাড়ীতে আম গাছের নীচে কবর দেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ছয়/সাত দিন লাশটি কবরে থাকার পরও তাতে কোন পচঁন বা দুর্গন্ধ ছড়ায়নি। এই তথ্য তাঁর শিষ্য সুণীল কর্মকারের সাক্ষাৎকার থেকে পাই।

জালাল খাঁর জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে লোকজীবন ও কর্মমানস বিভিন্ন বৈচিত্র্য নিয়ে উদ্ভাসিত। তাঁর গানের বিষয়ের আলাদারূপ আছে। সে কারনে সুরও ব্যতিক্রম এবং জালালের নিজস্বতা বিচার করে। জালাল খাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল লোকজীবন প্রেম ও লোকোত্তর জীবন সাধনার প্রতি আকাংখা।

প্রকৃতি, তৃণমূল সংলগ্ন মানুষ প্রবাহমান নদী আকাশ ও অনন্ত জালাল খাঁর কবি মানসকে নির্মান করেছে, তাঁর কণ্ঠে ধ্বণিত হয়েছে অসাধারণ মানবতার সুর।

"মানুষ থুইয়া খোদা ভজ এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে? মানুষ ভজ কোরান খোঁজ পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে"। "খোদার নাহি ছায়াকায়া স্বরূপ ধরেছে মায়া রূপে মিশে রূপের ছায়া ফুলকলি ছয় প্রেমের গাছে।"

Dhaka University Institutional Repository

জালাল উদ্দীন খাঁর পিতা সদরুদ্দীন খাঁ সেই সময়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর যথেষ্ট লেখাপড়া ছিল। কিন্তু তিনি কোন সরকারী কিংবা বেসরকারী পেশা বা চাকুরী গ্রহন করেননি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীন চেতা। দ্বিতীয়ত প্রচুর সম্পত্তির মালিক ছিলেন। অভাব কি জিনিস তিনি তা আস্বাদন করেননি। আসাদহাটী গ্রামেই তিনি সারাজীবন কাটিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা কিংবা হেমমধু-বঙ্কিম-নবীন এর গ্রন্থ থেকে বিশেষ আবেগপূর্ণ অধ্যায় পাঠ কালে তাঁর দু-নয়ন বেয়ে ঝড়ে পড়তো বেদনার অশ্রুধারা। তিনি উম্মন অধীর হয়ে উঠতেন। শিশুর মত কোমল ছিল তাঁর প্রাণ মন। তিনি কারো দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে পারতেন না। উতলা হয়ে উঠতেন। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়ে কেউ কোনদিন ফিরে যায়নি খালি হাতে। তিনি প্রায় সময়েই সকলের অলক্ষ্যে নিরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র জালাল লুকিয়ে লুকিয়ে পিতার এ ভাবান্তর প্রত্যক্ষ করতেন আর এ নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতেন ফলে জালাল গ্রামের আর পাঁচটা সাধারণ বালকের মতো বেড়ে উঠেননি। ছিলেন ব্যতিক্রম ধর্মী স্বভাবের। পিতার নিরব অশ্রু বির্সজনের ঘটনা জালাল উদ্দীনের শিশুমনে ভীষণ ভাবে রেখাপাত করে শিশু সুলভ চপলতা বা উচ্ছাস তাঁর মধ্যে ছিল না। চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে জালাল উদ্দীনের অনুজগন কলেরা মহামারিতে একে একে মৃত্যুবরণ করায় পিতা সদরুদ্দীন খাঁ অর্ধোম্মাদ হয়ে গেলেন। পুত্র-শোক কিছুতেই তিনি ভুলে থাকতে পারেননি শত চেষ্টাতেও। সব সময়ই তিনি ডুবে থাকতেন বই পুস্তক অধ্যয়নে। চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় আস্বাদনে তাঁর খ্যাতি ছিল। যেমন খ্যাতি ছিল দানশীলতার আর অমায়িক মধুর ব্যবহারের জন্য। জালাল উদ্দীনও পিতার ঐ গুনগুলো লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

জালাল খাঁ সংগীত সাধনা ছাড়া অন্য সময়টা কিছুনা কিছুতে ব্যাপৃত থাকতেন- হয় মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম অথবা পাখা, কুলো, বসার মোড়া ইত্যাদি বানাতেন বাঁশ-বেত দিয়ে অথবা পাট দিয়ে দড়ি অথবা অন্যকোন বস্তু তৈরী করতেন। সম্পন্ন জোতদার ছিলেন বলে তাঁকে নিজের হাতে কৃষিকাজ করতে হতো না। কিন্তু একটি কৃষি ভিত্তিক সমাজজীবন ও প্রকৃতির সাথে মানুষ যে অজস্র সংরাগে বাঁধা থাকে সে বাধন তাঁর আমৃত্যু অটুট ছিল। বাড়ীর চারপাশের নানারকম মৌসুমী ফলের গাছ রোপন এবং বিশেষ করে মাছ ধরায় তাঁর অসীম আগ্রহ। বাড়ীর পেছনের খালে যখন কার্ত্তিক মাসের রাতে গ্রামের লোক বিপুল উৎসাহে মাছ ধরতো, তখন সে উৎসবে তিনিও অংশগ্রহন করতেন। এমনকি অনেক সময় বিছানা এবং পান-তামাকের সরঞ্জাম নিয়ে তিনি খালের পাড়েই রাত্রিযাপন করতেন। কাপড় কেটে তা সেলাই করে তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করতেন। বাঁশের বিভিন্ন জিনিস তৈরীতে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়। এ ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

নানা রকম উদ্ধৃতি এই কথাটাই বোঝানো যায় যে, এ দেশের গড়পড়তা বাউল ফকির উদাসীনদের সঙ্গে জালালের মিল পাওয়া কঠিন। অবশ্য গড়পড়তার বাইরে যাঁরা তাঁর কথাও এসে পড়ে। যেমন লালন শাহ্। খুব ভোরে মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি শিষ্যদের বললেন, আমি চললাম। তারপর শিষ্যরা তাঁর পূর্ব নির্দেশমতো আখড়াতেই লালনকে বিনা সোরগোলে প্রোথিত করলেন। হিন্দুমতে সৎকার হল না, ইসলামী ধারায় মোল্লা নামে জানাজা নামাজ পড়লেন না। কেননা লালন জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। এর ঠিক উলটো ঘটনা ঘটে পাগলা কানাইয়ের ক্ষেত্রে। বিশ্বাসে ও আচরনে মারফত পন্থায় আস্থাছিল তাঁর। তাই পাগলা কানাইয়ের মৃত্যুর পর শরিয়তপন্থী মোল্লা মৌলবিরা জানাজা নামাজ পড়তে রাজি হননি তাঁর কবরে। এবার দেখা যাক জালালের মৃত্যুর পর কী হল। এটা অবশ্য ঠিক যে, লালন বা পাগলা কানাইয়ের মতো জালাল খাঁ বিশেষ অর্থে বাউল বা ফকির হয়তো ছিল না। ছিলেন হাসনরাজার মতো রাজভিখারী। গৃহজীবনে থেকেও ছিলেন বৈরাগী- তাঁর গানে তারই প্রতিফলন হত। বাউল ফকিররা জালালের গান করত, এখনও করে।

জালাল খাঁ সঠিক অর্থে বাউল সাধক কতটা ছিলেন আবার পীর-মুরিদিমতে দীক্ষা দিতেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে গান রচনা করতেন অনর্গল এবং তা গভীর তত্ত্ববহ। সেই গান গাইতেন ও শেখাতেন পরম নিষ্ঠায়, সময় সময় আত্মহারা হয়ে। একতারা আর দোতারা দুটোই বাজাতেন। তার সঙ্গে শিষ্যরাও ঢোল-করতাল-একতারা সহযোগে গাইতেন এবং মাঝে মাঝে জিকির দিতেন।

জালাল খাঁ পছন্দ করতেন নিজের ঘরে আত্মস্থ থাকতে। শেষ দিকে মাঝে মাঝে যেতেন শিষ্যের বাড়ি। আবার জালাল খাঁর কাছেও অনেক শিষ্য আসতেন তাঁদের বেশির ভাগই আসতেন সিলেট, বরিশাল, কুষ্টিয়া জেলা থেকে। সিলেটি শিষ্যদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ছিলেন লন্ডন প্রবাসী। এইসব সাধক, শিষ্য ও গৌনধর্মী উদাসীনদের সান্নিধ্যে জালাল ছিলেন স্বচ্ছন্দ। বিপুল বিত্ত, খানদান আর ভূসম্পত্তির অধিকারী এমন একজন মানুষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী শিষ্যরা বলতেন- তিনি পেষাক-আশাকে খুবই সাদাসিদে ছিলেন। সবসময় কমদামী পোষাক পরতেন।

Dhaka University Institutional Repository

জালাল খাঁ থাকতেন তাঁর দোতলা টিনের ঘরটিতে এবং প্রায়ই দেখাযেতো বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুকের নীচে বালিশ দিয়ে উরু হয়ে গানের খাতায় গান লিখছেন। বেশ কয়েকটি গানের খাতা, যেগুলি তাঁর নিজেরই বাঁধাই করা, ইতস্তত ছড়ানো থাকতো। লিখতে লিখতে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে গানের কলিতে টান দিতেন, লেখা ছেড়ে একতারা হাতে নিয়ে আবেগে উদ্বেল হয়ে পুরো গানটাই অনেক সময় গাইতেন, কিংবা একের পর এক গান গাইতে থাকতেন। ঘরটি থাকতো অগোছালো, বাঁশের সিলিংয়ের ওপর বাস করতো প্রচুর জালালী কবুতর যারা সারাক্ষনই বাকুম-বাকুম করতো।

নেত্রকোনার পূর্বে অবস্থিত বাইশচাপড়া গ্রামে সে সময়ে থাকতেন প্রখ্যাত বাউল গায়ক ও গীতিকার রশিদ। তার কাছে জালাল অধ্যাত্মমার্গের কিছুটা দিশা পান। নিজের গ্রাম সিংহেরগাঁওয়েও বাউল গোমেজ আলী ফকিরের সঙ্গসান্নিধ্যে কাটান বহু বিনিদ্ররজনী। দলপা গ্রামের গোর্ধ্বন সাধুর কাছে শিক্ষা করেন একতারা বাদনের কৌশল। নানা অজানা পীর-ফকির-সাধু সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে এসে গানের জগতের চাবিকাঠি খুঁজে পান। বাউল-সুফি-মারফতি তত্ত্বে ঘটে প্রবেশাধিকার। এবারে বেরিয়ে এল হৃদয়ের গোপন উৎস থেকে গানের অফুরন্ত ধারা প্রবাহ। তবে বাউলতত্ত্বে দীক্ষা ও শিক্ষা তিনি নেন সম্ভবত সিলেটের বতলং আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ গোসাইয়ের কাছে। এই রামকৃষ্ণ গোসাই ছিলেন বিখ্যাত গীতিকার দীন শরতেরও তাত্ত্বিক গুরু।

জালালের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচয়িতা মোহাম্মদ আজিজুল হক চৌধুরীর ধারনা জালালের পত্নী সংখ্যা ছিল দেড় ডজন। এমন বিচিত্র তথ্য আমাদের বিমুঢ় করে এবং জালাল সম্পর্কে প্রসন্নতা জাগায় না। তবে তথ্য হিসেবে জানা যাচ্ছে তাঁর প্রথম পত্নীর পুত্রকন্যা ছাড়া অন্যান্য পত্নীর সন্তান হয়নি। শুধু কনিষ্ঠ পত্নীর যিনি জালালের মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন একমাত্র সন্তান আব্দুল হামিদ খান জালালী জালালের উত্তরাধিকার বহন করেছেন বাউল রূপে। জালালের জীবনতথ্য ঘাটলে প্রতীত হয় যে, তাঁর যাপনের প্রধান অংশই ছিল গান রচনা ও গান গাওয়া।

সাধকরূপে নয়, সমকালীন মানুষের কাছে তার সমাদর ছিল অসামান্য গায়ক ও গীতরচয়িতারূপে। ময়মনসিংহে যাকে বলে লাউয়া (অর্থাৎ একতারা) তাই বাজিয়ে বড়ো বড়ো গানের আসর তিনি ভরিয়ে তুলতেন। অনেক সময় সেসব আসর চলত সারারাত। এই গান শোনানোর টানে তিনি শ্রীহট্র ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের বহু অঞ্চল ঘুরে বেড়াতেন। অনেক ভক্ত ও গানের শিষ্য জুটে যায় তাঁর ভাগ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাজীবন

জালাল উদ্দীন খাঁর শিক্ষা ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয় আসাদহাটি গ্রামেই। ছোট ভাইদের অকাল মৃত্যু জালাল উদ্দীনের মনেও দারুন আঘাত লাগে। আসাদহাটি গ্রামেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ হলে তাঁকে নেত্রকোনা শহরে মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। কিন্তু নেত্রকোনা শহরে গিয়েও তাঁর বিশেষ কোন ভাবান্তর হলো না। এরপর তাকে ভর্তি করা হয় কেন্দুয়া হাইস্কুলে ১৯১৪ সালে। কিন্তু দশম শ্রেণী পাঠ শেষ হতে না হতেই তাঁকে বিয়ে করানো হয় তৎকালীন সময়ে কবি সরকার বলে খ্যাত তাঁর মায়ের ফুফাতো ভাই সিংহেরগাঁও নিবাসী জনাব হাসমত আলী তালুকদারের একমাত্র কন্যাকে। তাঁর স্ত্রী ইয়াকুতুন্নেছা ছিলেন একাধারে অনিন্দ সুন্দরী, বিনয়ী, উদার, দয়াশীলা, পতিগতপ্রানা এবং কুরআনে হাফেজ ও অত্যন্ত ধর্মপরায়না। তিনি কঠোর ভাবে পর্দাপ্রথা মেনে চলতেন। ইয়াকুতুন্নেছা যদিও প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহন করেনটি তবুও তিনি ছিলেন বিদুষী ও জ্ঞান-পিপাসু। ফলে পারিবারিক পরিবেশের সীমাবদ্ধ গন্ডীর মধ্যে থেকেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লেখাপড়া করে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।

বিয়ের পর জালাল উদ্দীন খাঁর শিক্ষাজীবন বন্ধ হয়ে যায়। তিনি শশুড়বাড়ীর বিশাল বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনার দায়িত্ব পান। কিছুদিন পর তাঁর শশুড় হাসমত আলী তালুকদারের মৃত্যু হলে তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকার লাভ করে সিংহেরগাঁও থেকে যেতে বাধ্য হন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেখানেই কাটিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয়ঃ তাঁর পিতা সদরুদ্দীন খাঁর নিজ পিতৃভূমি তেতুঁলিয়া গ্রাম ছেড়ে শশুরালয় আসাদহাটি গ্রামে সারাজীবন কাটিয়েছেন। অপরদিকে পুত্র জালাল উদ্দীন খাঁও নিজ পিতৃভূমি আসাদহাটি গ্রাম ছেড়ে এসে শশুরের সম্পত্তি লাভ করে সিংহের গাঁওএ শশুরবাড়ীতে স্থায়ীভাবে বাসকরেছেন। পিতা পুত্রের ভাগ্যের মধ্যে অপূর্ব মিল অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র ঃ

১। জালাল উদ্দীন খাঁ (১৮৯৪-১৯৭২), মোহাম্মদ আজিজুল হক চৌধুরী।

২। জালালগীতিকা সমগ্র, সম্পাদনা- যতীন সরকার।

৩। সাক্ষাতকার- সুনীল কর্মকার, স্বপন সরকার।

৪। বাংলার পঞ্চগুরুর ভাবসঙ্গীত, মোহাম্মদ এন্তাজ উদ্দিন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

জালাল উদ্দীন খাঁর গান ঃ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য

জালালখাঁর জীবন ও গানে কোন ভেদ ছিল না। লৌকিক ন্যায়ের বিন্যাস-শৃঙ্খলা, কান্ট যাকে বলেন প্র্যাকটিকাল রিজন, জালালের গানের মূলসত্য। তাঁর আভিজাত্য বা উচ্চবিত্তের জন্য ততটা নয়, তাঁর গানের তত্ত্ব বিশ্বসমৃদ্ধ হয়েছে গ্রামিক জনভিত্তির শক্তিতে।

বিচার করলে নাইরে বিভেদ
কে হিন্দু কে মুসলমান
রক্ত মাংস একই বটে
সবার ঘটে একই প্রাণ
মাথাতে মস্তিস্ক থাকে মলমূত্র পেটেতে রাখে
পায়ে হাঁটে চোখে দেখে
একই বায়ু করে পান।

নিছক দেহধর্মের দিক থেকে দেখলেও যে জাতিগত কোনো ভেদাভেদ নেই মানুষে মানুষে, জালাল সেটাই বলতে চাইতেন। এই বস্তুভিত্তি নাও যদি বুঝি, যদি ভাবের দিক থেকে দেখি তবে তো বৃহত্তর চেতনা আমাদের ভেদাভেদের কল্পিত সেতুটি ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে সেটাই জালালের কাঙ্খা।

এমন ন্যায় শৃঙ্খলার প্রসারণে জালাল এর পরে বোঝাতে চান মানুষে মানুষে যেমন প্রকৃত ভেদ নেই, আছে বড়োজোর দ্ব্যণুক সম্পর্ক, তেমনি খোদা আর মানুষেও প্রকৃত কোনো ব্যবধান নেই। একটার পর একটা পদ উদ্বৃত্ত করলে কথাটা স্বতই স্পষ্টতর হয়। যেমন-

(১) খোদার ঘর হয় মক্কাশরীফ
এই কথা পাগলে বলে

(২) মানবরূপে জন্ম নিয়া মোহাম্মদ নাম ধরিয়া
খোদা গেছেন মানুষ হইয়া মানুষে তারে চিনল না।

(৩) প্রতি ঘটেই খোদা আছে এ বিশ্বব্রহ্মান্ডময়
সে তো পাখির মতো খাঁচায় পুরে
এক স্থানেতে রাখার নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি পদাংশ মূলত একই কথা বলে, তবে ভিন্ন ভাষায় ও ব্যঞ্জনায়। মানুষ আর খোদার মধ্যে যে কল্পিত ও আপাত আড়াল তা-তো মানুষেরই ভ্রান্তিবিলাস কিংবা মানুষেরই বানানো বিভ্রম। মক্কাশরীফে কেন যায় মানুষ? কার বা কীসের প্ররোচনায়? যদি আপন মর্মে এই সত্য কায়েম করা যায় যে প্রতি ঘটেই খোদা বর্তমান তবে কেন তাঁকে স্থানিকতার মধ্যে আবদ্ধ করে খুঁজব?

বিশ্বাসের দিক থেকে কথাগুলি সরল ও প্রাঞ্জল অথচ বিশ্বাস করাই কঠিন। এইখানে ধর্মব্যবসায়ীদের চক্রান্ত ও প্ররোচনা এতদিন ধরে কাজ করে চলেছে যে সবচেয়ে শুদ্ধ বিশ্বাসের জায়গাটা হয়ে গেছে জটিল। দেবতার প্রেমময় মূর্তির বদলে তাঁর শক্তিশালী ঐশ্বর্যময় মুখখানি বার বার দেখানো পুরোহিত ও মোল্লাতন্ত্রের করণকৌশল। এরই ফলে গড়ে ওঠে দেবস্থান ও তীর্থব্রতের উপযোগিতাবাদ। ধূপের ধোঁয়ায় দীপের আলোর উজ্জলনে আড়াল টানে উপাস্য আর উপাসকের মধ্যে। তাই বলে উপাসনাকে ভ্রান্তি বলছেন না জালাল, বলেছেন উপাস্যকে সঠিকভাবে আগে জেনে নিতে। তাই তার পরামর্শ-

১। জালাল পাগলার কথাধর আত্মসমর্পন কর
২। সাধনের উদ্দেশ্য জানিবে অবশ্য
প্রাণেতে প্রাণ মিশাইয়া মিলন দুকনায়।

এ-বাণী বোঝায় যে, জালাল প্রতিবাদী নন, জালাল প্রেমিক। সেই প্রেমের ধারণায় ভক্ত নীচাসনে আর উপাস্য উচ্চাসনে এমন ভাবনার স্থান নেই। ভক্ত পাপী আর ঈশ্বর পরিত্রাতা এই ভাবটিও নেই। সম্পর্কটি যেন পরস্পর সাপেক্ষ বা অন্যোন্য। সেই জন্যই তাতে খন্ডতা নেই, স্থানিকতা নেই, আবার সর্বস্বতা নেই, আড়াল নেই ভানও নেই। পাপপূণ্যের বা স্বর্গ-নরকের অলীফপুরাণও অনুপস্থিত। প্রেমিক জালাল তাঁর উপাস্য খোদাকে কী চোখে দেখেন এবং দেখাতে চান তার ভক্তদের কাছে সেটি জানা প্রাসঙ্গিক। উপাস্য আর উপাসকের মধ্যেকার কম্পিত সম্ভ্রমপূর্ণ সম্পর্ক যেমন তিনি ভাঙ্গতে চান তেমনই গড়তে চান খোদার প্রকৃত মূর্তি। শরিয়তের সঙ্গে মারফতের সবচেয়ে বড় পার্থক্য এটাই যে, মারফত (যার অর্থ জ্ঞান) পন্থা অনুভবকে রাখে ধর্মীয় আচার-আচারণের উর্দ্ধে। পরমতত্ত্বের কিছুটা প্রকাশ্য অনেকটাই প্রচ্ছন্ন, এটাই তাঁদের বিশ্বাস। প্রকাশ্য (জাহের) যা তা পালন করাও যায়, না-করাও যায় কিন্তু যা অন্ত গোপন (বাতুন) তা কেবল অনুভববেদ্য এবং তা সিনায় সিনায় স্রোতোবাহী। এমন যে পরমতত্ত্ব তাকে জালাল দুভাবেই দেখিয়েছেন। প্রথমে দেখা যাক মোল্লাদের ভাষ্য, জালালের কলমে। নিপাট ভাষ্য নয়, সঙ্গে একটু বিদ্রুপের রসান আছে-

মোল্লার মুখে একি শোনা যায়

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ একটা মস্তমানুষ কিতাব পড়লে বোঝায় যায়।
দামী কাপড়ে পোষাক পরা সাথে লম্বা তসবী ছড়া
কোরানশরীফ হাতে ধরা দেইখ্যা দেইখ্যা কইয়া যায়।
আরশেতে শুইয়া আছে লাঠি একটা রহে কাছে
সত্তর হাজার খাড়া আছে কাজ করিতে ফেরেস্তায়।

এমন লঘু বর্ণনাসহ আল্লাহর বর্ণনা আগে শোনা যায়নি। সত্তর হাজার আজ্ঞাবহ ফেরেস্তা পরিবৃত আল্লার এই মহিমাময় ক্ষমতাশালী প্রতিমা রচনা কেন মোল্লাদের তরফে? এই আল্লার বিধান হল, জালালি-ভাষ্যেঃ

দুনিয়া কেয়ামত হয়ে গেলে যত আছে মাটির তলে
ডাকদিয়া উঠাবে বলে মোল্লার কাছে শোনা যায়
তারপরে বায়তুল্লায় নিয়া পাল্লার উপর উঠাইয়া
নেফি যদি ওজন দিয়া ডাইনে বায়ে ফেলবে তায়।

শেষ বিচারের দিনে ইস্রাফিলের শিঙ্গার শব্দে কবর থেকে উঠবে সব দেহ তাদের পাপ-পূণ্যের ওজন করে ফেলা হবে দক্ষিনে বা বামে। এমন বর্ণনা জালাল করেছেন খুব সহজভাবে, যেমন করে সরলমতি ধর্মভীরু মোল্লাভাষ্যে বিশ্বাসী মুসলমান আমজনতা। তবে তাতে জালালের বিশ্বাসী মতিগতি ঢাকা পড়েনি-কারণ-ফকিররা কখনোই মরনোত্তর বিচারে ব্যবস্থায় আস্থা রাখে না। তাদের সাধনা বর্তমানের, অনুমানের নয়। জীবের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, লাভ-অলাভ তাদের কাছে নগদ বিদায়ের মতো। জালাল আরেকটি গানে সন্দেহাতুর মন্তব্য করেচেন, নইলে পরে বিচার হবে একথা শুনলে গা জলে। তাঁর প্রতি প্রশ্ন ঈশ্বর সম্পর্কে-

যখন এলাম দুনিয়াতে সে কি আমায় জানল না
কেমন হব কি করিব তার ভাবে কেন গড়ল না?
এখন মরার উপর মার দিয়ে কি
ডুবাবে তার মানরাশি?

একেবারে মর্মঘাতী প্রশ্ন। দুনিয়াদারি করতে এসে মানুষ যাতে নেকির (পূণ্য) পথে থাকে তার নিয়ন্ত্রণতো আল্লাহ করতে পারতেন। তা না করে কেন মরার পরে আবার মার দেওয়া? এমন প্রশ্নের জালালের আত্মসন্তোষ অবশ্য এটাই যে,

Dhaka University Institutional Repository

জন্মের আগে কোথায় ছিলাম কেউ কি বলতে পারবে গো
মইলে পরে সেইতো হবে কেউ না কভু হারাবো গো
সাগর হতে জন্মে জালাল সাগর পানেই যায় ভাসি।

একেবারে রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব বা জীবাত্মা-পরমাত্মা লগ্নতা। নুন আর সমুদ্রের উপমা। যেখানে উদ্ভব সেখানেই লয়। রবীন্দ্রনাথের গানে এই কথাটাই অন্য উৎপেক্ষায় আছে ঃ

তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।

জালালের সমাধান নির্দ্বির্ধ, তার কারণ একেবারে প্রত্যক্ষ বর্তমানকে চোখে দেখে তবে তাঁর সিদ্ধান্ত। কেতাবের বাণী কিংবা মৌলবির ফরমান কোনোটাই তার পক্ষে গ্রহনযোগ্য নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর টেক্সট এখন স্পষ্টতর হল যে ঃ

কানে কানের কথা শুনে সন্দেহ জেগেছে প্রাণে
লেখা কথায় পাই কেমনে কোন কথা রয়েছে মূলে।

এখানে কানে কানে কথা বলতে বুঝতে হবে পরস্পরাগত আপ্তবাক্য, বিচারহীন ও প্রশ্নাতীত সব নির্দেশ। আর লেখা কথা মানে কোরান, যার ভাষ্য এখনও মুক্ত মনে রচিত হয়নি। তার দখলদারি রয়ে গেছে ধর্মব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত। এর মধ্যবর্তীর অবস্থান থেকে জালালের ধারণা ঃ

লেখা ছেড়ে দেখা বিচার করলেই বুঝবে সারাসার
জালাল না পেয়ে কিনার পড়িতেছে বিষমগোলে।

জালালের বিপন্নতার উচ্চারণটি অবশ্য শীনিত বিনয়বচন, আসলে তিনি বুঝে নিয়েছেন জগৎ সংসারের দিকে প্রত্যক্ষভাবে চোখকান খুলে রাখলে ভূয়োদর্শী হওয়া যাবে। বোঝা যাবে কোন কথা রয়েছে মূলে, বোঝা যাবে সার এবং অসার। অতঃপর সারটি গ্রহন করে অসার যা তাকে ত্যাগ করতে হবে। সেটাই তাঁর দেল কেতাবের নির্দেশ, সেটাই তাঁর চিরপূজ্য দ্বীকোরান। তার অন্তরঙ্গ পাঠ থেকে অধিকন্তু প্রতীয়মান হবে ঃ

আমি শব্দে কেবা হয়
নিঃশব্দে কী কথা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ থেকে নিঃশব্দ সাধকের সেটি উত্তরণ পথ-বড়োই বর্ণাঢ্য ও গভীর নির্জন। সেই নিঃসঙ্গ পথের নিঃশব্দ পদাতিক জালাল খাঁ তার স্বকীয় উপলব্ধি থেকে লিখতে পারেন ঃ

প্রকাশে মানব ছবি গুপ্ত নিরঞ্জন
খোদা তুই গোপনের গোপন।

এই গোপনের গোপন তত্ত্বটি অবাহ্ মানসগোচর বলে জালাল পালায়নবাদী হননি বরং বস্তুগত প্রত্যক্ষ জগতের দিক থেকে তুলনা টেনে লোকায়ত যুক্তি শৃঙ্খলা রচনার স্বভাবে সাবলীল ভাবে লিখেছেন ঃ

মিছরীর মধ্যে মিঠা থাকে জানে সব জগতের লোকে
মিছরী সবাই চক্ষে দেখে মিঠার হয় না দরশন।

পরবর্তী নমুনা হল ঃ

বৃক্ষে যখন ফল ধরে বীচি থাকে তার ভিতরে
অঙ্কুরে আকৃতি লয়ে গাছের আগায় বৃক্ষ সৃজন।

তুলনা এর পরে জীবজগৎ ও মানব জীবনের সম্পৃক্ত হয়ে দাড়াল ব্যাপকতর দ্যোতনায় ঃ

জীব সমষ্টি তেমনই মায়ায় হাসে কাঁদে নাচে গায়
বিকাশিতে মাতাপিতায় হয়েছিল প্রেমাকর্ষন।

জীবন বিকাশের মূলে দেহস্থঙ্গার, তার মূলে প্রেম ও হাসিকান্নার দৈনন্দিনকে স্বীকৃতি। লক্ষনীয় যে, জালাল প্রেমাকর্ষনের প্রসঙ্গে নরনারী না বলে মাতাপিতা বলেছেন- সেটাই বাউল ফকিরদের সংস্কার।

লোকায়ত গানের রহস্যের কোন কুলকিনারা মেলে না। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমন করে আসে আর নিস্ক্রান্ত হয় তার তবু মীমাংসা হতে পারে কিন্তু ময়মনসিংহের জালালগীতি কেমন করে নদিয়ার প্রত্যন্তগ্রামে আজহার ফকিরের কণ্ঠে এল তার সমাধান কে করে? আসলে লোকায়ত গানের কোন দেশকালের পরিধি নেই, পরিযায়ী পাখির মতো তা একজায়গার বৃক্ষবীজ আরেক জায়গায় লগ্ন করে। লালনের গান চলে যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। বীরভূমের রাধেশ্যাম দাসের গান গায় কুষ্টিয়ার বাউল। জালাল গীতি প্রসঙ্গে কথা বলা যায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

সিংহের গাঁওয়ের এই নিভৃত বাণীসাধকের রচনা ছড়িয়ে গেছে সবখানে। এর সবচেয়ে বড়। কারণ হল জালালের গান মৌলিকতা ও বিষয় বৈচিত্র্যে সজীব। তাই বাউলগানের পরম্পরায় তাঁর গান সমাদৃত। নানা বিষয়ে তাঁর গানের বিচিত্রা 'জালাল-গীতিকার'-র আধুনিক পাঠকে বিমূঢ় ও চমৎকৃত করে তোলে। একে একে দেখি যদি-

১। পাখি যদি আপনা হইত কথা কইত
বসে আমার আপন ঘরে।
গেলনা তোর ছটফটানি বই বা জানি
যাইতে ইচ্ছা রয় অন্তরে।

২। পাগলা ঘোড়ায় দৌড়িতেছে আমরাই হৃদয়পুরে-
এক মুর্হূত বিশ্রাম নাহি কে হয় সোয়ার তার উপরে।

৩। অন্তরে বাজিছে বীণা পঞ্চরাগে মধুর স্বরে-
তিন তারের এক শব্দ ছাড়া বাজায় না জীবন ভরে
কাঁদিছে জালালের প্রাণ তেতালায় বেতালা ধরে।

৪। কই বাঁশি বাজাওগো তুমি বসিয়া মোর অন্তঃপুর
শব্দশুনি দিনরজনী নিকটে নয় অতি দূরে।

পাখি, ঘোড়া, বীণা, বাঁশি-চার রকমের জাগতিক অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ দিয়ে জালাল যে ভাবের ঐকান্তিকতা গানে ব্যক্ত করেছেন তাতে বাচনের চমক অসামান্য। বিশ্বতানের ধ্রুবপদে নিজেকে শামিল করতে চাওয়া আকুতি এবং তা করতে না পারায় বেদনা জালালকে অন্তর্দহনে মহান করে। সাধকই এই নির্জন বেদনা সম্ভোগ করে। নিঃসঙ্গ অনুভব তাকে সুদূর ও একক করে তোলে।

সেই অনুভব থেকে গানের ভেতরে ভেতরে জালাল সেসব মনিরত্ন ভরে দেন অক্লেশে ও অনায়াসে, তা পুনর্পাঠের ফলে উজ্জল এপিগ্রামের মতো ঝলসে ওঠে। এমন কিছু রত্নকণা ঃ

১. নিজেকে যখন চক্ষেভাসে বাক্যে তখন সিদ্ধি আসে
২. যদি আমি নাহি থাকি তোমারে কেউ ডাকবে নাকি?
৩. বাহুবলে সেকেন্দার শাহ্ জগৎ করল জয়
মরলে পরে চৌদ্দ পোয়া এর বেশি আর নয়
৪. মাথায় নরক তথায় দোজখ হরি আল্লাহ এক বিচারক।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সমান পবন নইলে ঘুড্ডি উড়েনা আকাশে
আমার পাগলা ছাওয়ালরে
উড়াইলা রঙ্গিলা ঘুড্ডি নিলুয়া বাতাসে।
৬. নাহি অন্ত নাহি আদি পঞ্চভূতেই বিলীন বিধি
সেই কারণে আজ অবধি দেখা হয়নি কারো সাথে।
৭. ন্যায় অন্যায় করে বিচার আপন মতে থাকে এবার
খাটিবেনা কারো অধিকার আত্মশক্তি জেগে উঠলে।
৮. কি ছুরত বানাইলে খোদা রুপ মিশায়ে আপনার
এই ছুরত দোজখে যাবে যে বলে সে গোনাগার।
৯. নামাজ রোজা বেহেস্তের আশায় করে যত কাপুরুষ
১০. মানুষের ছুরত তার মধ্যে কুদরত
সেই জন্য ভজিতে হয় মানুষের চরণ।

দশটি স্বতন্ত্র উদ্ধৃতি নানা গান থেকে তুলে এটাই বোঝা যায় যে জালালের পদাংশগুলি নিছক সমুজ্জল বাচন মাত্র নয়, গভীর মননজাত। এ সব রচনাংশে ভরা আছে তাঁর সাধন জীবনজাত একক উপলব্ধি, মানুষরুপে যাপনগত অভিজ্ঞতা আর কল্পনা শক্তির মৌলিক উদ্ভাবন। প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞার নানা বিচ্ছুরণ এধরণের উক্তিতে দার্শনিকতার অতল অনুভবে স্পষ্ট করে তুলেছে, সেই সঙ্গে বাউল জীবনের চিন্তাচেতনা জড়িয়ে গেছে। আত্মজিজ্ঞাসা ও বিশ্বরহস্যভেদে যে-মন উচাটন, প্রত্যয় ও সেত্যাপলব্ধিতে তা সমৃদ্ধ ও বিকিরণধর্মী। জালালের রচনায় এসব মনিরত্ন কালজয়ী উপকরণ সংযোগ করেছে বলে বিশ্বাস করি।

এবার জালাল-গীতিকা থেকে দুটি পদ উপস্থাপন করব, যার থেকে প্রতীয়মান হবে তাঁর বাহুদর্শী দৃষ্টিকোন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তিনি নিজে সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর ক্রিয়াত্মক জ্ঞান কতটা ছিল তা থেকে বোঝা যাবে।

সংসার সংগীতে ইশারা ইঙ্গিতে
বাজে কত সুর তার
দশকুশি আর আড়াঠেকার খেমটাতে খেয়াল
কাশ্মীরা কাওয়ালি ঝাঁপ সুরফাঁক তেহাই
মধ্যমানে প্রাণের টানে ভাসে মনোহর রসাই
মাত্রা পুরায় শঙ্খ সানাই বারণ রেখে ঠুংরি ধামাল।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্ররেখা মুড়াবাঁকা তেতালায় বেতালা
বাগেশ্রী ব্রহ্মরুদ্র-রাগ পুরবী ভৈরবী কাল।
দীপকেরি পাছে বাঁধা আছে মেঘমল্লার
জংলাসুরে জনমভরে গেয়ে গেল দীন জালাল।

ভেবে দেখলে এই গান জালালের বিনয়াবনত আত্মবৃতি এতে সামান্য ছলনা রয়ে গেছে। জংলাসুরে গান গেয়ে তিনি সারাজন্ম সকলের মনোহরন করেছেন বলে তো মনে হয় না। দশকুশি, মধ্যমান, যৎ, আড়াঠেকা, কাঁহারবা, সুরফাক্তা, ঝাঁপতাল, চৌতালার মতো তাল বিভাজন যাঁর অধিগত-কাওয়ালি, খেয়াল, খেমটা, ঠুংরি, ধামাইল ও মনোহরশাহী কীর্ত্তন যাঁর জানার পরিধির মধ্যে তিনি জংলাসুরে গান গাইতেন ভাবতে অসুবিধা হয়। জালাল উদ্দীন খাঁ ছিলেন একজন সমর্থ ও জনাকর্ষনকারী পারফর্মার। গানের ব্যাকরণ তাঁর স্বায়ত্ব ছিল সেকথা অনুমান করার প্রয়োজন নেই।

গুন্ডা যত গুর্দাবাজ ফেলে দিয়ে তখ্‌ৎতাজ
ফকিরী পাগলের সাজ লইয়া জংলায় বসতকরে।
শরিয়তের ভয় নাহি রাখে মল মূত্র গায়ে মাখে
সোনার বাইরে পড়ে থাকে উল্টাকর্ম জনম ভরে।

এসব ভ্রান্ত সাধনায় পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। খাঁটি মারফতি ধরণে জালাল তাই প্রকৃত পথ নির্দেশে পির-মুরিদি জীবনের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেন ঃ

খোদা কোথায় কেমনে আছে জানতে হয় তাই পীরের কাছে
পীর বিহনে খোদা মিছে না দেখিলে নয়ন ভরে।

লালনের মতো জালালও মুর্শেদসাধক। যে হি মুর্শেদ সো হি খোদা/মনে কেউ করোনা জুদা কথাটি লালনের কিন্তু জালালের গানেও এই বিশ্বাস প্রোথিত। সেই মুর্শেদের কাছে তার অভিমানী আবেদন ঃ

মুর্শিদ আমার মৌলাধন কেমনে পাইব তোমার দরশন
লুকি দিয়া কোথায় গেলা ডেকে মরছি তোমারে
শাস্ত্র ছেড়ে আকার ধরে দেখা দেও আজ আমারে।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ বিনতি থেকে বুঝতে অসুবিধে নেই শাস্ত্র যাকে সাকার রূপে জালাল দেখতে চান সেই মুর্শেদ আসলে আল্লাহ্। এই উপাসনায় শরিয়ত তার গ্রহনীয় নয়। সরাসরি তাঁর স্বীকৃতি ঃ

জালালের মনে ব্যথা চলতে গেলে তত্ত্বকথা
শরিয়তে ভাঙ্গে মাথা মরি গো সেই ডরে।
লোকের মন্দ কুলকলঙ্ক সব দিয়াছি দূরে
আছি বাঁধা সাদাসিদা শরিয়তের আওতা ছেড়ে।

শরিয়তে আওতার বাইরে থাকা সাদাসিদা জালাল উদ্দীন খাঁ মানুষটিকে আমরা আজ জানতে চাই বিশদভাবে। সেই জানায় খুব একটা সমস্যা নেই, কারণ তিনিতো লালনের মতো ব্যক্তিজীবন বা জাতিগোত্র আড়াল করেননি। করেননি তার কারণ তিনি সাধক নয়, প্রেমিক। তিনি একাধারে বাউল, সুরশিল্পী ও কবি।

এই ছুরত তোমারি খোদা হেথা কিছু নাহি আমার
দোজখের ভয় কারে দেখাও একা আমি যাব না আর।

নিজের দেহকে বলেছেন মাটির দেহ অর্থাৎ বৈনাশিক ও ভঙ্গুর। দেহকে বলেছেন আবরণ, মৌলবিদের নির্দেশিত বেহেস্ত-দোজখের কল্পনাকে বলেছেন ধাপ্পাবাজি। এতদূর বলেছেন সুখে যদি শরীর বাঁচে তবেই যাব শান্তি লইয়া। দুনিয়াদারি সম্পর্কে জালালভাষ্যও খুব দ্বিধাহীন ঃ

দুদিনের এই ভালোবাসা, নারীর সঙ্গে মিলামিশা
হয়ে শেষে হারা দিশা যেতে হবে সকল থুইয়া
বনের ঐ বিহঙ্গ যেমন গাছে গাছে করছে ভ্রমন
আমিও যে ভবে তেমন কয়েকটা দিন যাই ঘুরিয়া।

এমন সহজ সাবলীল জীবনদর্শন জালালের মহৎ অর্জন। লালনের মনে হয়েছিল ঝকমারি এই দুনিয়াদারি। অথচ জালালের যে তেমন মনে হয়নি তার কারণ তিনি যুক্তিবাদী আধুনিক মানুষ এবং সেই সঙ্গে নির্বাস চেতনার গূঢ় অংশীদার। নইলে কি এমন অনবদ্য কথা লিখতে পারতেন?

স্বপ্নের মামলায় হই বিবাদী হাজত খেটে মরছি তাই
জঠর ছেড়ে যেদিন আসি তখন থেকে পরবাসী
এই দেশেরই কয়েদখালাসী দমে দমে মুক্তি চাই।

Dhaka University Institutional Repository

এর পিঠোপিঠি তার সিদ্ধান্ত ঃ

থাকবার জায়গা নয় পৃথিবী পরবাসী দুইদিনের তবে বিচ্ছিন্নতাবোধের এমন নির্জনতা থেকেই মানুষের জীবন নাট্যের বয়ান তিনি লেখেন ভাবাবেগহীন ভঙ্গিতে যে,

নিজের পালা তৈয়ার করে নিজেই করে অভিনয়।

এবং

বাসছে বুদবুদ অবিরত গভীর জলের নির্ঝরে
স্রোতের টানে আমি যাই স্থির ভাবে না হল ঠাই।

প্রজ্ঞাবান সাধকই কি জালাল তবে? দমে দমে মানব জীবন হাসিল করে, রোজা বা পূজার অসারত্ব বুঝে, মৌলবি পুরোহিতদের অনুজ্ঞার হাস্যকরতা ভেবে, জন্ম জন্মান্তর না মেনে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি চমৎকার দিগদর্শী। একে একে পড়ে নিতে পারি আমরা জালালের পাঠ;

জীবন সম্পর্কে ঃ

১. উপরে স্বর্গ নীচে মর্ত সবেই আমরা মনে করি
মাটির দেশে চলছি হেসে মাটির তলেই যাব মরি।
উপর দিকে নাই কিছু আর শুধু একটা শূন্যময়
এর ভিতরে বেশত দোজখ কোনের কিছুই হবার নয়
এই অনন্ত শূন্যই রবে কোন কিছু না থাকিবে।

২. আর কিছু ধন চাইনা ভবে আনন্দে থাক আমার প্রাণ
নিরানন্দই দোজখ হেথা করে দেখছি অনুসন্ধান।

৩. লেখা ছেড়ে দেখা বিচার করে নিলেই বুঝবে সার
ধর্মের উল্টা চলাই এবার আমার মতে ধর্মবিধান।

৪. রাত দিন থাক ফুল্লমনে ভেবনা আর এ জীবনে
বেহেশ্‌ত তা এইখানে সুখেতে যাও ভোগ করে।

৫. শোন স্বর্গ শুনতে শোনায় আছে অনেক দূরেতে
দেখা স্বর্গ ভোগ করে যাও অন্তরে জ্বালাইয়া বাতি।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানপন্থী এই লোকগীতিকারের প্রত্যক্ষতায় ঘোর বিশ্বাস এবং অনুমান পন্থায় অবিশ্বাস রীতিমতো দু-সাহসিক। বৈরাগ্য বা নিবৃত্তিমার্গ নয়, বলিষ্ঠ জীবনবাদী জালাল নারীকেও দেখেছেন কবোবত তাপের মহিমায়। আছে নারীর চৌরঙ্গীফুল দেখিলে প্রাণ হয় আকুল এমনতর নারী বন্দনা বাউল গানে অভিনব। এখানে চৌরঙ্গী ফুল বলতে নারীর ঋতুকালের স্রাবের চার রঙের ইঙ্গিত। আরেকটি গানে তিনি জানাল 'গিয়া দেখ মেয়ের কাছে প্রেমের একটি পুকুর আছে'। সেই পুকুরে সঠিক ভাবে ডুব দিলে প্রেমের দিশা মেলে। এসব সহজ সরল জালাল বানী পড়লে বেশ বোঝা যায় মানুষটি তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, দেহতত্ত্বের সলুকসন্ধান এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে তবে গান লিখেছেন। মানুষের জীবন-পরিণাম সম্পর্কে একজন আচরণবাদী উপাসকের মতোই সিদ্ধান্ত করেছেন।

পাঁচেতেই পাঁচ মিশিবে কারো চিহ্ন নাহি রবে এখানে পঞ্চভূত বলতে আব-আতস-খাক-বাদের সঙ্গে জালাল যোগ করেছেন নূর বা জ্যোতিকে। দেহ, ব্রহ্মান্ড ও শূন্য সব মিলিয়ে তাঁর বস্তুগত স্বপ্ন রচনা। আধুনিক পাঠকের পক্ষে জালাল গীতি পাঠবেন পুনঃপুন শিহরণের এক একটা ঝলক। যুক্তিবুদ্ধির মুক্ত মাঠ নয়, জালালের জীবন ও গান কত যে রঙের নকশি কাঁথা। তাতে দ্বান্দ্বিকতার প্রচ্ছন্ন ফোঁড়ের কাজগুলি আলাদাভাবে অনুধাবন করতে হয়। ঠারে ঠোরে বলা শোকায়ত সাধকদের বানী আমরা কতই শুনেছি। তাঁদের গানের ভগলিঙ্গের সাধনার ব্যাখ্যায় যখন শুনি 'গুরুবাক্য লিঙ্গ হয় শিষ্যের যোনীকাল' তখন আমাদের অতি-চালাকি বুদ্ধি ঘা খায়। জালাল একটি গানে এমন করেই সঙ্গম বোঝাতে চেতনায় ঘা মারেন তির্যক বাচনে যে, "নামের লিঙ্গ প্রেমের যোনী"।

মগ্ন পাঠে জালালের গানে এমন কূট অন্তঃপুর এবং প্রত্যক্ষ উন্মোচন একই সঙ্গে ধরা পড়ে। তাঁর গানের কাছে আমাদের দীক্ষা যেন মহৎ কোনো জীবন স্পর্শের শুচিতায়-সেদিকটাই আমাদের পথ নির্দেশ করে। লালন বলেছিলেন, 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে, ইঙ্গিত ছিল নারীদেহের প্রতি।' প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে পুরুষ সাধক হয় বন্দি হয়ে থাকেন অথবা মুক্তি রচনা করেন সাধনপথে অটলমার্গে। সেই বন্ধন বা মুক্তির চাবি থাকে যৌনযোগের রহস্যে। জালাল কথাটা বলেন অন্যভাবে ঃ

যারে খুঁজতে জগৎ পাগল সৃষ্টি নিগূঢ় তত্ত্ব ভাবি
তারি হাতে রয়ে গেল সকল বাক্সের তালাচাবি।

Dhaka University Institutional Repository

জালালের জীবন এই সব দ্বান্দ্বিকতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমাধান খোঁজে। সেই সন্ধানে স্তরে স্তরে তার মনে যেমন অনুভব হয় তিনি লেখেন। স্বভাবত অনেক দূরত্ব থেকে আমরা পড়ি সেই কথাগুলি ঃ

মানুষ খোদা খোদ-ই মানুষ ভুল ভাঙ্গিলে বোঝা যায়
এই বিশ্বব্রহ্মান্ড ভরে ভাষা সৃষ্টি মানুষই করে
তাই দিয়েই লেখে পড়ে নানা রঙ্গের বই ছাপায়
তৌরিত জম্বুর ইঞ্জিল কোরান আমরা বলি আল্লার দান।

জালালের এই মানব মুখিনতা কিন্তু ঈশ্বরবিরোধী নয়। কারণ তার বিশ্বাস হল মানুষ আল্লাহরই সৃষ্টি এবং সেই আল্লাহর মহিমা ও অস্তিত্ব মানুষেরই সৃষ্টি। এক-পা এগিয়ে জালাল বলে বসেন,

আল্লার বাক্য আর কিছু না সবেই মনের কল্পনা।

এ ধরনের কথায় আমাদের সায় থাকবেই কিন্তু ধর্ম ধ্বজীরা একথা মানবে না। তারা কোন বাক্যকে বলবে ঐশীবাণী। ফতোয়া দেবে ধ্বংসের। জালাল তির্যক ব্যঙ্গে এবারে বলবেন ঃ

ধর্মগাধা রামছাগল এদের জ্বালায় দেশ পাগল।

425531

এই দৃষ্টিকোণে জালাল হিন্দু মুসলমান সাধনায় কোনো ভেদ রেখা টানেননি। কেননা দেখেছেন,

মসজিদ কিংবা গুরুস্থানে দেখছি কত মুসলমানে
হাজারি সব মালা টানে যাইতে দেয় না কেউ নিকটে।
ঢাক ঢোলক আর সানাই লয়ে অহোরাত্র কীর্ত্তন গেয়ে
থাগযজ্ঞেরই ধ্যানে রয়ে আছে হিন্দু মন্দির মঠে।

এমন আচার সর্বস্বতা আর নিষ্ফল ধর্ম সাধন জালালের মতে নিরর্থক। সেই নিষ্ফলতা প্রতিভাত হয়, জালাল যেমন বোঝেন,

মুন্সী আর মৌলানা কাজী যতরকম নামাজী
সবেই থাকে চক্ষুবুজি কেবল তাহার ধ্যানে।
যত কিছু সাধন ভজন করেছে মানুষ সারাজীবন
সত্যিকারে থাকলে সেজন পাইয়া যেন বর্তমানে।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কথাগুলির প্রত্যক্ষ লখ্য মুনশি, মৌলানা, বাজি আর নামাজি শরীয়ত পন্থীরা তবে প্রচ্ছন্ন ভাবে জালাল সববর্গের ও ধর্মমতের বাহ্যিক সাধন ভজনের নিষ্ফলতার কথা বলতে চান। বলতে চান সত্যি সত্যি যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকতেন তবে এক ধরনের সাধকরা তাকে পেয়ে যেতেন। বলা বাহুল্য, পেয়ে যেতেন মানুষের মধ্যে। যেমন সত্যবাণী যেন সেই মধ্য যুগের সন্তর বাণীর মতো অমোঘ, যেমন বলেছিলেন কবীর-দাদু-রজ্জবেরা। আজকের বিশ্বে জাতিতের আর ধর্ম সংকটের মধ্যে বসে জালালের অনুভব পড়তে পড়তে চমক লাগে। পূর্ব ময়মনসিংহের একজন স্বল্প শিক্ষিত লোকগীতিকার আপন মর্মে বুঝেছিলেন ঃ

অখন্ড এই ধরাতলে ধর্ম নিয়ে যে যা বলে
জালাল তাহার বিচার করলে কারেও পায়না সত্যকাজে।

তাঁর ধারণা-

মন্দির কি মসজিদে যাই প্রভেদ কিছু নাই তাতে।

জালাল তার অবস্থান থেকেই দেখতে পান "আনবিক উদ্ধার হল এবং মহাশূন্যেও মানুষ গেল" কিন্তু কোথায় রইল ঈশ্বর তার নিরূপন হলনা। দেখা গেল নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য। তাই যে দেখেছে বর্তমান মানবেনা সে কিতাব কোরান। জালালও মানেননি। মেনেছেন বরং এই সার সত্য ঃ "আসল কোরান দেহ তোমার এর মধ্যে তখ্ত খোদার"।

জালালের প্রত্যক্ষবাদী পথ কোনো অলীক পুরান মানেনা। জীবন তার কাছে পরিব্যাপ্ত এক চেতনা। নরনারী সেই চেতনার অংশীদার। জন্ম ও মৃত্যুর বাস্তবতা স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ। মানব বীর্য হল জন্মের সূত্র, সেই সূত্র- যে জাতক জন্ম নেয় তার মধ্যেই থাকেন স্রষ্টা। জালালের নিজস্ব লজ্জে বলা ঃ

মিলাইয়া দুই স্বামী স্ত্রী করাও একটু পানি দান
তার মধ্যে তুই নিজে গিয়া হও যে মূর্তিমান।

অব্যাহত এই জীবন চক্র ও জন্মসূত্র চিরকাল ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কেননা,

সৃষ্টি বদ্ধ করে নিলে তুমি কোথায় যাবে চলে
কে ডাকবে আর খোদা বলে সবেই হয়ে যাবে আজাদ।

Dhaka University Institutional Repository

এমনতর আজাদি মানুষই চায়না, তার চাই বন্ধনের মধ্যে মুক্তি, জীবনের মধ্যেই ভূমার স্পর্শ। জালাল প্রধানত জীবন প্রেমী ও দ্রষ্টা। বিশ্বরহস্যের কিনারা তিনি করে ফেলেন একটি মাত্র সংহত বাক্যে। ভালবাসায় সিক্ত হয়ে চলতে পারেন ঃ

সৌন্দর্য হয় প্রেমের সিঁড়ি বেহেশতটা ইহকা। তবে কিনা একটা প্রাঞ্জল সত্যও চর্মচক্ষে দেখা যায় না- তা যেন বন্ধুর হাতের পত্র লেখা, যার দ্যোতনায় ফোটে গূঢ় ইশারায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। নিরন্তর (সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক পত্রিকা), সম্পাদক- নাঈম হাসান।

২। জালালগীতিকা সমগ্র, সম্পাদনা- যতীন সরকার।

৩। জালাল উদ্দীন খাঁ (১৮৯৪-১৯৭২), মোহাম্মদ আজিজুল হক চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

জালাল উদ্দীন খাঁর সংগীতের শ্রেণী বিন্যাস

ক্ষেত্রানুসারে (ফিল্ড ওয়ার্ক) করে জালাল খাঁর সংগীত সংগৃহীত হয়েছে। ময়মনসিংহ শহরে তার কিছু শিষ্যদের কাছ থেকে জালাল খাঁর গান ও সুর সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন হলেন সুনীল কর্মকার ও আরেকজন জালাল খাঁর বন্ধুর ছেলে মারুফ হাসান ইমন। জালাল খাঁর গানগুলো নানা বিষয় নিয়ে রচিত। বিষয়গুলো পৃথক পৃথক ভাবে দেখানোর জন্যে একটি শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। এগুলো হলো আত্মতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, নিগূঢ়তত্ত্ব, দেহ তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সংসার তত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব, লোকতত্ত্ব, দেশতত্ত্ব, বিরহতত্ত্ব ও ভাটিয়ালী। শেষোক্ত ভাটিয়ালীকে অবশ্যই তত্ত্ব বলা চলেনা, এটি আসলে প্রকৃত বাংলার একটি বিশিষ্ট গীতিরূপের নাম। জালাল গীতিকার তৃতীয় খন্ডে পূর্ববর্তী দুই খন্ডের মতো চৌদ্দটি তত্ত্ব - এর উপস্থিতি ছিলনা, ছিল মাত্র সাতটি তত্ত্ব বিষয়ে ৭৮টি গীতি এবং ১৪টি মুর্শিদী ও ১১টি মারফতী নামাঙ্কিত গান। জালাল গীতিকার চতুর্থ খন্ডে কোন তত্ত্ব নির্দেশ ছাড়াই বাউল সুর, ঝাঁপতাল, চৌপদী, প্রসাদসুর, মুকুন্দ সুর, খেমটা নামে মোট ১০১টি গান সংকলিত হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তর সূরিদের হাতে যে পঞ্চম খন্ড প্রকাশিত হয় তাতে গীতিকাগুলোর কোনরূপ শ্রেণী বিন্যাস ও নামান্ধন হয়নি। এটি আসলে জালালের জীবৎকালে অপ্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের ৭২টি গীতির সংকলন। অর্থাৎ মোট ৭০২টি গীতিকা নিয়েই জালাল গীতিকা।

জালাল খাঁ যে ১৪টি তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন সেগুলোর মধ্যে দেহতত্ত্বই সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এ তত্ত্বের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় প্রায় সকল লোকায়ত ধর্মেই। অন্য যেসব তত্ত্বের কথা জালাল বলেছেন সেসবও কোন না কোন ভাবে এই দেহতত্ত্বের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। দেহ তত্ত্ব থেকেই তিনি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেয়েছেন এবং দেহ তত্ত্বভিক্তিক আত্মতত্ত্বকেই পরমতত্ত্ব, নিগূঢ়তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি নানা নামে বিশেষায়িত করে তুলেছেন। জালাল গীতির যেকোন শ্রোতার কাছে ওইসব আলাদা আলাদা তত্ত্ব নামের বিশেষ কোন গুরুত্বই হয়ত ধরা পড়বে না। তবে জালাল গীতিকা যিনি বিশেষ মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করবেন তেমন পাঠক জালালকৃত বিভিন্ন তত্ত্বের তেতরকার সুক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারবেন এবং সে উপলব্ধির ফলে প্রত্যেকটি গীতির তাৎপর্য তাঁর কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

লোকায়ত ঐতিহ্যের অনুসারী সকল কবি ও সাধকের রচনার মতোই জালালের অধিকাংশ রচনাকেই যদি দেহতত্ত্বের গানের অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া যায় তবুও তিনি যে তার রচিত

Dhaka University Institutional Repository

গীতিগুলোকে অন্য অনেকগুলো তত্ত্ব নামে চিহ্নিত করেছেন এবং সবার প্রথমে স্থান দিয়েছেন আত্মতত্ত্বকে -এটিও তার বিশিষ্ট কবি ব্যক্তিত্ব তথা প্রাতিস্বিকতারই দ্যোতক। লোকায়ত দেহতত্ত্ব থেকে উৎসারিত জীবন দৃষ্টি দিয়েই জালাল নিজের দিকে তাকিয়েছেন এবং নিজেকে চিনে নিয়েছেন। নজরুলের মতোই তিনিও বলতে পারতেন যে, আমি চিনিয়াছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ। জালাল নিজেকে চিনে নেওয়ার উপরই সবচেয়ে বেশীগুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর তাই সকল তত্ত্বের আগে উল্লেখ করেচেন আত্মতত্ত্বের কথা। আবার এই নিজেকে চিনে নেওয়ার প্রক্রিয়াটি যে কখনোই ফুরিয়ে যাওয়া বা শেষ হয়ে যাওয়ার নয় সে বিষয়েও তিনি ছিলেন সদা সচেতন। সেই সচেতনতা থেকেই তিনি রচনা করেছেন অন্য অন্য তত্ত্ব। সেসব তত্ত্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে আরো ভালোভাবে, গভীরভাবে, নিগূঢ় ভাবে জেনে নিতে চেয়েছেন। আত্মতত্ত্বের মধ্য দিয়েই তিনি হয়েছেন পরমতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্বের সন্ধানী। শুধু নিজেকে নয়, সৃষ্টিকে, সংসারকে, দেশকে এবং লোক সমাজকেও তিনি দেখতে চেয়েছেন আত্মতত্ত্বেরই দর্পনে। আত্ম তত্ত্বেরই সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন সৃষ্টিতত্ত্বে, সংসারতত্ত্বে, লোকতত্ত্বে, দেশতত্ত্বে। তাঁর সাধনতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব ও বিরহতত্ত্বেও তা-ই।

বাংলার লৌকিক ধর্ম শুধু ইহবাদী নয়, সোহংবাদী-ও। অর্থাৎ এ ধর্ম আকাশে বা কাল্পনিক স্বর্গে অবস্থিত কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। এ ধর্ম আস্থা রাখে অনুমান এ নয় বর্তমান এ। এ ধর্মের অনুসারী মানুষ নিজের ভেতরেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে এ ধর্মে খোদই খোদা। এই খোদ বা অহং বা আমিই দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত পরিব্যপ্ত এই আমির বাইরে অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এই আমিকে চিনলেই খোদাকেও চেনা যায়। সোহং বা আনাল হক বা আমিই ঈশ্বর এর তত্ত্বই লোকায়ত বাংলার কবি জালাল খাঁর আত্মতত্ত্ব। এই আত্মতত্ত্ব দিয়েই শুরু হয়েছে জালাল গীতিকা এ তত্ত্বের স্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছে জালাল গীতিকার প্রথম গীতিটিকেই।

আমার আমার কে কার কারে ভাবতে গেল চিরকাল আমি আদি আমি অন্ত আমার নামটি রুহুজ্জামাল আমারি এশকের তুফান, আমার লাগি হয় পেরেশান আবাদ করলাম সারে জাহান, আবুল বাশার বিন্দু জালাল।

জালাল গীতিকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডে মোট ৩৪টি গানই আত্মতত্ত্ব নামাঙ্কিত। প্রচলিত ধারণায় যে শক্তি দয়াময় খোদা বা ঈশ্বর বলে চিহ্নিত তাকে জালাল স্পষ্ট জানিয়ে দেন- আমি চিনে কে বা তুমি দয়াল সাই যদি আমি নাহি থাকি তোমার জায়গা ভবে নাই বিশ্ব-প্রাণের

Dhaka University Institutional Repository

স্বরূপ-ছায়া আমাতে তোমারি মায়া ছেড়ে দিলে এ সব কায়া তুমি বলতে কিছুই নাই। তুমি যে অনন্ত অসীম আমাতে হয়েছ সসীম কালী কৃষ্ণ করিম রহিম কত নামে ডাকছি তাই।

"খোদ" -এর ভেতর "খোদা"কে না দেখে নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান-জপ-তপ ও কৃচ্ছ সাধনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ ভগবানের অনুসন্ধান-প্রয়াস যে ব্যর্থ হতে বাধ্য -এ বিষয়ে জালালের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

দরবেশ তুমি আল্লাহ খোঁজ ঋষি খোঁজ ভগবান হয় না দেখছি কারও সাধ্য করতে তার অনুসন্ধান ছিড়া কাঁথা লেংটি জটা উদ্ধ অঙ্গে দীর্ঘ ফোঁটা মিছে এ সব ফন্দি আটা সার করিয়া বন শ্মশান। ভগবান নয় জানোয়ার কি সে দেখা পাবি তাহায় পাইলে পাবে স্বরূপসাকার যে রূপ আছে বর্তমান। স্বরূপ সাকার ও বর্তমান যে মানুষ সেই মানুষই সব রহস্যের আঁধার ভজনা করতে হবে সেই মানুষকেই। সেই মানুষই গুরু বা মুরশিদ। সেই মানুষই সেজদার অধিকারী। মানুষকে সেজদা দিয়েছে ফেরেশতারাও। সে ফেরেশতা মানুষকে সেজদা দিতে অস্বীকার করেছে সেইতো হয়ে গেছে শয়তান। তাই জালালের পরিস্কার কথা-

আদমকে করতে এতেকাদ শয়তান হয়ে যাবে তফাত
থাকে যদি দিলের সাধ, সেজদা দেও মানুষের পায়।

এবং

মানুষ থুইয়া খোদা ভজ এই মন্ত্রণাকে দিয়াছে
মানুষ ভজ কোরান খোঁজ, পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।

জালাল আত্মতত্ত্ব জেনেছেন, পরমতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্ব তার নখদর্পনে। কিন্তু এও জানেন যে একলাফে পরমতত্ত্ব ও নিগূঢ়তত্ত্বে পৌঁছানো যায় না। এজন্য অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সাধারণ মানুষকে প্রচলিত ধর্মসাধনার খুটি ধরে আস্তে আস্তে পা ফেলতে হয়। শরিয়ত বা নামাজ রোযা প্রভৃতির আনুষ্ঠানিকতা হলো সাধনার প্রথম ধাপ। এরপর তরিকত ও ইকিকত এবং সবশেষে মারেফত। আরবি শারউন (শুরু বা আরম্ভ) থেকে শরিয়ত কথাটির সৃষ্টি। অর্থাৎ শরিয়ত দিয়েই ধর্ম সাধনা তথা জীবন সাধনার শুরু। কিন্তু লোকায়ত জালাল খাঁ-দের কথা ঃ এই শুরুর মধ্যে আটকে না থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে মারেফাতের দিকে। আরবি আরাফা (চেনা পরিচিতি) শব্দজাত মারোফাতে মানে অচেনাকে ভালো করে চিনে নেওয়া। এই ভালো করে চিনে নেওয়াই অধ্যাত্মজ্ঞান বা প্রকৃতজ্ঞান। এই প্রকৃত জ্ঞানই জালাল গীতিকার নিগূঢ়তত্ত্ব। এই নিগূঢ়তত্ত্বে পৌঁছানোর জন্যই জালালের কথা-

Dhaka University Institutional Repository

মারিফত বিচার কর বসিয়ে শরিয়তের কোলে
ষাইট হাজার গোপনে কথা নিষেধ করেছেন রছুলে
শরিয়তে নামাজ-রোজা এবাদতের রাস্তা সোজা
শরিয়তে নাও সাজাইয়া তরিকতে মাল তরিয়া
হক সাহেবের হাটে গিয়া, দেও মারফতের পাল্লা তুলে।

পাপ-পূণ্য সম্পর্কেও লোকায়ত বাংলার এই সাধক কবির চিন্তা ভাবনা রীতিমতো র‍্যাডিক্যাল। প্রখ্যাত সারী ধর্মতন্ত্রীদের মুখের ওপর সে যেসব প্রশ্ন তিনি ছুঁড়ে মারেন সে সবের জবাব দেওয়া তাদের সাধ্যের বাইরে। পাপ-পূণ্যের স্রষ্টা কে? সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছার বাইরে যদি কোন কিছুরই সৃষ্টি না হতে পারে তো ঈশ্বরই কি স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে কাউকে দিয়ে পাপকর্ম করি নেন, কাউকে দিয়ে করান এর বিপরীতটি?

আল্লার যত ছলচাতুরী বুঝতে গেলে হাসি পায়
মিছামিছি মানুষের ঘাড়ে কেন এসব দোষ চাপায়।
বাজিকরে খেইল পাতিয়া থাকতে আছে শ্বচ্ছ হইয়া
সারা জীবন তল্লাশিয়া কেউ নাহি আর তারে পায়
হারামি আর চুরি যত করতেছে তার ইচ্ছামত
খুন যথাদি শতে শত হইতেছে তার ইশারায়।

তা ছাড়া ঈশ্বর যদি দয়াময় হন তো পাপীই সেই দয়া পাবার প্রকৃত অধিকারী, যে পূণ্যবান তার তো ঈশ্বরের দয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জালালের বক্তব্য-

পাপির আছে তোমার কাছে দয়া পাইতে অধিকার
পাপ করে নাই জন্মে যে জন ভাগী নয় সে করুনার
পাপ না হলে মাফ করবে কি তখতে তোমার বসিয়া
মান দিলে রহমানি নাম যাইরে সব মুছিয়া
পূন্য করে কহ কি আছে তোর কাছে হাত পাতিবার।

এবং

যত কিছু পাপ করিয়া কলংকিত হয় মানুষ
তোমারই ইশারা দেওয়া তোমাতে রয় সকল দোষ
গেলে তারি সার মীমাংসায় তোমার ঘাড়েই দোষ চাপায়

Dhaka University Institutional Repository

রাগ করোনা আমার কথায় ক্ষমা চাও আজ মানুষের কাছে।
মানুষের হীনচেতা দিন দিন করে নিছ সারা
চুরি-জারি হারামখোরি কই থেকে আজ আসলো তারা?
তুমি যখন সঙ্গে থাক খবর কেন নাহি রাখ
সর্বদা সব চক্ষে দেখ সামনে সরাই পড়িতেছে।

সাম্যবাদের গম্যপথে বুদ্ধই শুদ্ধ এ জগতে
আর সকলেই মতে মতে করছে কিছু অনাচার
সত্যনিষ্ঠা রাখতে গিয়া মার পিটের আশ্রয় নিয়া
ধর্ম গেল প্রচারিয়া বাতির নিচে রয় অন্ধকার।

বাতির নীচে অন্ধকারকে দূর করার জন্য জালাল লোকায়ত ঐতিহ্যের আলো মশালটি হাতে তুলে নেন। খুদি খোদার এরই আকার কিংবা আদমের কালেবের মাঝে এলাহির করাম খানা এই নিগূঢ়তত্ত্ব ভুলিয়ে দিয়ে লোক সমাজের সামনে অতিবর্তী ঈশ্বরের এক স্বৈরাচারী রূপ এবং শেষ বিচারের দিনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা যায়। সেই সব ধর্মধ্বজীদের বিদ্রুপে জর্জরিত করে জালাল বলেন-

মোল্লার মুখে একি শোনা যায়
আল্লা একটা মস্ত মানুষ কিতাব পড়লে বোঝায় যায়
দামি কাপড়ে পোষাক পরা সাথে লম্বা তসবিছড়া।

তথ্যসূত্র ঃ
১। জালালগীতিকা সমগ্র, সম্পাদনা- যতীন সরকার।
২। জালাল উদ্দীন খাঁ (১৮৯৪-১৯৭২), মোহাম্মদ আজিজুল হক চৌধুরী।
৩। সাক্ষাতকার- সুনীল কর্মকার।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জালাল খাঁর গানের সুরবৈচিত্র্য

লোকসংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সহজ সরল সুর ও ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য গতি। এই বৈশিষ্ট্যকে লোককবি জালালউদ্দীন খাঁও গ্রহন করেছেন। বাউল গানের সুনির্দিষ্ট কোন সুর নেই অর্থাৎ বাউল সুর বলে কোনো সুনির্দিষ্ট সুররূপ নেই। মূলত লোকসুর বিশেষত ভাটিয়ালী এবং রাগসংগীতের কশৌলী ঝিঝিটের সুর বাউলগানে লক্ষ্য করা যায়। পদ্মাপারের বাউল গানে ভাটিয়ালী সুরের প্রাধান্য দেখা যায়। অঞ্চলভেদে একই বাউল গান ভিন্নভাবে আঞ্চলিক সুরে তথা লোকসুরে গীত হয়। যেমন- লালন রচিত "খাঁচার ভিতর অচিন পাখী" গানটি কুষ্টিয়া অঞ্চলে ত্রিমাত্রিক ছন্দে শুদ্ধ স্বওে গীত হয়, আবার বীরভূম অঞ্চলে চতুর্মাত্রিক ছন্দে ভৈরবী ঠাটে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে। সেজন্য বাউল গানের সুনির্দিষ্ট সুররূপ বা কাঠামো নেই। রামপ্রসাদী গান যেমন রামপ্রসাদী সুরে রচিত, তার একটি সুররূপ আছে যা শুনলেই বোঝা যায় রামপ্রসাদী গান তেমনি জালালখাঁর গানের সুর শুনলেই বোঝা যায় এটি জালালী ঢঙ বা জালাখাঁর গান। তবে কিছু কিছু গান অন্যান্য রাগের আশ্রয়ে রচিত হয়েছে। যেমন দেশ পর্যায়ের একটি গান- "জীবন আমার ধন্য যে হায় জনম মাগো তোমার কোলে" গানটি বাগেশ্রী রাগে রচিত। জালালখাঁর গানের সুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গানের স্থায়ীর শেষে পরপর দু'টি তিনটি বা তারও বেশী অন্তরা থাকে এবং অন্তরার সুরগুলো প্রায় একই রকম। তবে কিছু কিছু গানে সঞ্চারীর সুর লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গের মূল মেলোডি হলো ভাটীয়ালী, উত্তরবঙ্গের তেমনি ভাওয়াইয়া, মধ্যবঙ্গের মূল গীতরীতি হলো বাউল। এখানে আমি বাউল দর্শনের কথা বলছি না, তার সুর-রীতির কথা বলছি। পূর্ববঙ্গেও বাউল আছে তবু ভাটীয়ালীর প্রভাবে তার নিজস্ব গীতরীতি হারিয়ে ফেলেছে। আর পশ্চিম প্রত্যন্ত রাঢ় বাংলার গীতরীতি- একে আমরা ঝুমুর রীতি বলতে পারি (যদিও তা বিচারসাপেক্ষ)। অবশ্য বাউল ভাটীয়ালী ও ভাওয়াইয়ায় যে ঐক্যসূত্র আমরা পাই ঝুমুরে তা পাই না। তার উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য বাংলা সুরের সাধারণ স্রোতে মিশে একটি ধারার সৃষ্টি করতে পারেনি।

বাংলাদেশের লোকসংগীত একটা জিনিস লক্ষণীয়। তা হলো সপ্তস্বরের খেলা। তারও 'বন্দিশ' উপরোক্ত অঞ্চলগত ভাবে বিভক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে ভাটীয়ালীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে বোঝা যাবে। ভাটিয়ালীর সাধারণ রূপ হলো- সা রা মা - পা ধা ণা ধা পা ধা মা - পা মা গা রা স ণ্ ধ্ - ধ্ সা - সা রা গা - মা গা রা সা রা - সা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত ঝিঁঝিট রাগের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষনীয়। যাহোক, ভাটীয়ালীর উপরোক্ত 'রাগে'র মধ্যে সিলেট, ত্রিপুরা, ময়মনসিং প্রভৃতি অঞ্চলে তার চলনের বিশেষ বিশেষ রূপ ও গায়কী নিয়ে ভাটীয়ালীর আঞ্চলিক নামকরণ করা যায়। পূর্ববাংলার কোন কোন অঞ্চলে ভাটীয়ালীতে অবরোহণে কোমল গান্ধারের স্পর্শ তাকে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। আবার কোন কোন অঞ্চলে উত্তরাঙ্গে টপ্পাঢঙে সূক্ষ্ম কাজ একটি বিশেষ রূপ নিয়েছে। সাধারণত ভাটীয়ালীতে আস্থায়ী ও অন্তরা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না এবং খাদে ধৈবতের নীচে যায় না এবং সেখানে বিরতি নেয়। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে ভাটীয়ালীতে সঞ্চারীও দেখতে পাওয়া যায় যা খাদের পঞ্চম পর্যন্ত নেমে বিরতি নেয়। এ হলো ভাটীয়ালী 'রাগের' আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য। ভাওয়াইয়া অঞ্চলকেও এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন গোয়ালপাড়া ও কুচবিহার অঞ্চলের ভাওয়াইয়ার পার্থক্য। বাউলে ও মধ্যবঙ্গের লালনশাহী এবং বীরভূমের বাউলের মধ্যে সুরের পার্থক্য লক্ষণীয়। তদ্রুপ জালালখাঁর গানেও এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়। তবে এতে সঞ্চারীর অংশ খুবই কম থাকে। এই যে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লোকসংগীতের গায়কীর সেটাই প্রাণ। সেই প্রাণধারার বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখা আজ আমাদের একটি মৌলিক কর্তব্য।

বাংলাদেশে বিশেষত পূর্ববঙ্গের গীতরীতিতে ঝিঁঝিটের প্রভাব অসামান্য। বাংলাদেশের লোকসংগীতে ভৈরবী, দেশ, ঝিঁঝিট, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি রাগের প্রভাব পাওয়া যায়। কিন্তু যতোই তার প্রভাব থাক, লোকসংগীতের ছন্দ ও গায়কী তার নিজস্ব, এবং সেটাই তাকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। তাকে কোন রাগিণী নিবন্ধ সরগমে ফেলা যায় না।

লোকসংগীত এক জায়গায় বসে থাকে না। তা পরিবর্তনশীল। কিন্তু তার পরিবর্তনের একটা নিজস্ব ধারা আছে। বাইরে থেকে কেউ তা করতে গেলেই তা বিচ্যুত এবং বিকৃত হয়ে পড়ে।

ঐতিহ্যবাহী লৌকিকসুরে পরবর্তীকালে কোন কোন পল্লীরচয়িতা নিজস্ব ঢঙ সৃষ্ট করেছেন। যেমন ময়মনসিংহের বিখ্যাত জালালের গান। আমরা ভাটীয়ালীতে একে জালালী ঢঙ বলি। কিন্তু মূলসুর লৌকিক সামগ্রিক সৃষ্টি।

লোকসংগীতের একটা বিশেষ মুড্ বা মেজাজ আছে যার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হলো হারমনিয়ম। তবলার বেলাও সে কথা সত্য। ঢোলকের বা লৌকিক 'পারকাশন্' যন্ত্রের যে বোলবানী-তবলার তা নয়। লৌকিক তালের ছন্দ তবলায় আসে না। সঙ্গে দোতারা বা একতারা বা লাউয়া থাকলে যে গ্রাম্য-পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় তা ব্যতিরেকে শুধু তবলা ও হারমনিয়ম লোকসংগীতে একটা sophistication বা নাগরিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যার মাঝখানে লোকসংগীত আপন জলমাটি থেকে সহজেই বিচ্যুত হয়। শহরে তবলাবাদক পাওয়া যায়, ঢোলকবাদক বা দোতারাবাদক

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া দুষ্কর। সেটাও একটা অন্যতম কারণ বটে। কিন্তু তা বলে সহজে কাজ সারার নীতিকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

লোকসংগীতে ওলাবিবি, বনদুর্গা, শীতলামাই থেকে শুরু করে অসংখ্য অপদেবতার স্তুতিগান আছে। এগুলি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু গানের সুরের মূল্যে এবং রচনায় সমাজচিত্রের দিক দিয়ে শুধু আমাদের তা বিবেচ্য। লৌকিক আচারের উপরে বহুস্থানে শাস্ত্রীয় আচার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণাধিপত্যে। লোকসংগীত জীবনমুখী, পৃথিবীমুখী।

লোকসংগীত যতই স্বতঃস্ফূর্ত বা অসচেতন হোক, তার কতকগুলি unwritten laws বা অলিখিত নিয়মাবলী আছে। সেই নিয়মাবলীর মধ্যে সবচেয়ে মুখ্য বলে যে নিয়মটিকে আমি মনে করি তা হলো আঞ্চলিকতা।

"আঞ্চলিকানা" : রাগসংগীতে আমরা ঘরানা কথাটা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু লোকসংগীতে কোন ঘরানা নেই, আছে 'বাহিরানা'। একে আমি বলি আঞ্চলিকানা। ঘরানা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পরিবারকেন্দ্রিক। কিন্তু লোকসংগীত গুরুমুখী বা বিদ্যালয়মুখী নয়। ঘরে বসে রেওয়াজ করে লোকসংগীত আয়ত্ত করা যায় না। একটা বিশেষ অঞ্চলের জনসমাজের জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকালের identification সেজন্য প্রয়োজন। লোকসংগীতের স্টাইলটা আঞ্চলিক জীবনধারা থেকে উদ্ভূত। এই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে একটা বিশেষ স্বরসমষ্টি বা ঠাটকে অবলম্বন করে। তার সঙ্গে মিশেছে আঞ্চলিক কণ্ঠভঙ্গি এবং পারিভাষিক উচ্চারণভঙ্গি। ভাষাভিত্তিক কোন রাজ্যকে যান্ত্রিকভাবে নিয়ে এই অঞ্চলবিভাগ হয় না। যেমন বাংলাদেশকে মোটামুটি আমরা সুরের দিক থেকে পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ এভাবে বিভাগ করি। গানের কথায়, ভাবে, এমনকি ভাষায়ও তফাত ততটা পাই না- পরিভাষার ছাপটাও সবসময় ততটা থাকে না, কিন্তু সুরের ছাপ অতি স্পষ্ট। সুরে আবার এই সব অঞ্চল বা region -এর/sub-region-এর ছাপটাও লক্ষণীয়, যেমন পূর্ববঙ্গের সাধারণ 'রাগ' ও স্টাইল মুখ্যত ভাটিয়ালী। আবার সেখানেও সূক্ষ্ম আঞ্চলিক ছাপ পাওয়া যায়। যেমন ময়মনসিংহের ভাটিয়ালী এবং ত্রিপুরা-সিলেটের ভাটিয়ালীর মধ্যে ঢঙের বা স্টাইলের পার্থক্য পাওয়া যায়।

বাংলাদেশকে যদি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করি সুরের দিক থেকে--তাহলে বলতে পারি, পূর্ববঙ্গ ভাটিয়ালী- প্রধান, উত্তরবঙ্গ ভাওয়াইয়া-প্রধান এবং মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ বাউলপ্রধান। কিন্তু ভাটিয়ালী-প্রধান পূর্ববঙ্গকে আবার সুক্ষ্ম সুর-বিচারে মোটামুটি জেলাগত অনুবিভাগে ভাগ করতে পারি। আমরা যারা পূর্ববঙ্গের সুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, সেই অঞ্চলের গান শুনলেই অমুক ঢঙটা ময়মনসিংহের, অমুক ঢঙটা ত্রিপুরার, অমুক ঢঙটা শ্রীহট্টের- ইত্যাদি বলতে

Dhaka University Institutional Repository

অভ্যস্ত। কী পদ্ধতিতে এই ভাগটা করে থাকি? কোনো বৈজ্ঞানিক রাগবিশ্লেষণে মোটেই নয়, - কেবলমাত্র 'তৈরী কান' দিয়ে। কোনো বিশেষ ঢঙ, বিশেষ ছন্দ ও বিশেষ গায়কীতে এমনি একটা আঞ্চলিকতা মিশে থাকে এবং তা শুনতে শুনতে এমনি অভ্যস্ত হয়ে যাই যে এই সুর-বিচারে কোনো দিন বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের চেষ্টা করিনি। কাজেই, এই স্বভাব-স্বীকৃতিগুলোকে ব্যাককরণ-সম্মত আলোচনায় দাঁড় করানো সত্যি অতি দূরূহ ব্যাপার। তাছাড়া, গান গেয়ে দেখানো যেমন সহজ, লিখে- এমনকি স্বরলিপি করেও তা প্রমাণ করা তেমন সহজ নয়। স্বরলিপিতে পল্লীসংগীতের ঢঙ ও শ্রুতি মাধুর্য কোনোদিনই ধরা পড়ে না।

সকলেই জানি, সাতটি পূর্ণস্বর এবং পাঁচটি অর্ধস্বরের যোগ-বিয়োগের টানা-পোড়েনে সমগ্র বিশ্বসংগীতের ধ্বনিতরঙ্গের চিত্র-বিচিত্র নক্সা ধরা পড়েছে। মানব-সভ্যতার বহু শতাব্দীর বিবর্তনের পর মানুষের কণ্ঠ এই বারোটি স্বরকে আয়ত্তে আনতে পেরেছে। আজো অধিকাংশ লোকসংগীত ঔড়ব-জাতীয় অর্থাৎ পঞ্চস্বরী, পঞ্চস্বরিক। বাংলার লোকসংগীতের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের একটি বড় কারণ এই যে, কড়ি-মধ্যম ছাড়া সমস্ত স্বরেরই প্রয়োগ এতে পাওয়া যায়। ভাটিয়ালী ঠাটেও কড়ি-মধ্যম ছাড়া সব কটি শুদ্ধ ও কোমল স্বরের ব্যবহার আমরা পাই। ভাটিয়ালীর সর্বজনীন রূপটি হলো,

সা	রা	মা	মা	-া	পা	পা	ধা	ণধা	-পা
আ	মি	ব	ন্ধু	র্	প্রে	মা	ও	নে	০
ণধা	পমা	পা	মা	-গা	-রা	সা	-ণ্া	-ধ্া	
পো	ড়া	স	ই	০	০	গো	০	০	
ধা	সা	সা	-া	রা	গা	রা	-া	গা	রা	সা
আ	মি	ম	র্	লে	পো	ড়া	স্	নি	তো	রা

ভাটিয়ালীর অবরোহণে পা মা গা রা সা ণ্া ধ্া -মুদারার পঞ্চম থেকে উদারার কোমল নিখাদে নেমে ধৈবতে যে বিরাম-ভাটিয়ালীর 'পকড়' বা প্রাণ সেখানেই। সমস্ত পূর্ববঙ্গের প্রাণ-ভোমরার এটাই হলো ফটিক মিনার। এই ভাটিয়ালীরই deflectional changes, আরোহন-অবরোহণের বহু রকম-ফেরেরই এক একটি বিশেষ ভঙ্গী আঞ্চলিকতার সৃষ্টি করেছে। তার উপর, গায়কীর আঞ্চলিকতা তো আছেই, যদিও জেলায়-জেলায় ভৌগোলিক সীমান্তের মতো সুরের ধারার সীমান্ত-রেখা টেনে দেওয়া সম্ভব নয়। ভাষার উচ্চারণে এবং intonation -এ আঞ্চলিকতা তো আছে। যেমন, উপরের গানটি গাইবার সময় শ্রীহট্টের গ্রাম্য গায়ক গাইবেন,

আমি বন্দের প্রেমাগুনে পুরা,-
সইগ', আমি মইলে পুরাস নি তরা ॥

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীহট্টের ভাটিয়ালীর একটি সাংগীতিক বিশেষত্ব আছে। ভাটিয়ালীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গ এসেছে অনেক পরে। তার আদিম রূপটি ছিল- বাস্তবজীবনের ব্যথা ও কথা, নদী ও নৌকা, প্রকৃতি ও প্রেম। পরে এলো দার্শনিকতা : নদী হলো জীবন-নদী, নৌকা হলো দেহ-তরী। তেমনি সুরের ক্ষেত্রেও ক্রমবিবর্তন আছে। প্রথমে সারি, পরে ভাটিয়ালী। যূথবদ্ধ সমাজের যূথবদ্ধ সংগীত। একক গানের পূর্ণ পরিণতি লাভ ঘটেছে অনেক পরে। একক ভাটিয়ালীর তান-কর্তব সারিতে থাকতে পারে না। এখনো চতুস্বরিক সারিগান শুনি- "উড়ে উড়েরে বগুরায় উড়ে গাঙ্গে"। শ্রীহট্টের একটি অতি-প্রচলিত ভাটিয়ালী গান-

কালো মেঘে সাজ কইর‍্যাছে,
পরান তো মানে না;
সাবধানে চালাইও তরী-
নাও যেন ডুবে না
বা' নাইয়া, নদীর কুল পাইলাম না ॥

সা	সা	রা	জ্ঞা	-মা	-জ্ঞা	-রা	-সা
কা	লো	মে	ঘে	০	০	০	০
সা	-রা	গা	-মা	গা	রা	-সা	-া
সা	জ্	ক	ই	রা	ছে	০	০
সা	গা	-া	পা	মা	পা	মা	-গা
প	রা	ন্	তো	মা	নে	না	০
গা	মা	ধা	ণা	-র্সা	-ণা	-ধা	-পা
সাব্	ধা	নে	চা	০	০	০	০

পা	-ণা	ধা	ণা	-ধা	-পা	গা	মা	ধা	-পা
লাই	ও	ত	রী	০	০	নাও	যে	ন	০
পা	মা	গা	সা	সা	-া	-গা			
ডু	বে	না	বা	না	ই	য়া			
পা	মা	-া	মা	-গা	গা	-রা	সা	-া	
না	দী	র্	কু	ল্	পা	ই	লা	ম্	
গা	-রা	-সা							
না	০	০							

Dhaka University Institutional Repository

এখানে মেঘ-এর 'ঘ' -এর উপর আন্দোলায়িত কোমল গান্ধার এবং চালাইও-র 'চা'-তে দীর্ঘায়িত কোমল নিখাদের আবেশে এমনি এক উদার মাধুর্য সৃষ্টি করে- যা একেবারে শ্রীহট্টের নিজস্ব বলে দাবী করতে পারি। ভাটিয়ালীর মুক্তগতি তাল সহ্য করতে পারে না; এ গানটিও তালহীন। সে দিক থেকেও এখানে ভাটিয়ালীর পরিপূর্ণ রূপটি ধরা পড়েছে।

তালে ফেলে গাইলেও রাধারমণের-

রাই-বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না, -
মইলো, গো রাই কাঁচা সোনা ....

এখানে 'মইলো' শব্দটি

ধা	-পা	-মা	-গা	-পা	ধা	-পা	-মা	-গা	রা	সা	-ন্া
ম	০	০	০	ই	লো	০	০	০	গো	রা	ই

ন্া	সা	সা	গা	-সা	-রা	সা
কাঁ	চা	সো	না	০	০	০

ধৈবত থেকে নেমে আবার ধৈবতে উঠে, ঝটকা মেরে নীচে নেমে আসার ঢঙটি শ্রীহট্টের একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমায় এবং ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলে ভাটিয়ালীর সুরের একটি বিশেষ ঢঙ পাওয়া যায়- যাতে আছে উত্তরাঙ্গে টপ্পার কম্পনে এক অদ্ভূত প্রাণবন্ত প্রকাশভঙ্গী। যেমন,

বড়ো দুঃখের দুঃখী আমি ও গুরু,
ভবে কেউ নাই আপনার -
শ্রীচরণে এই নালিশ আমার।

পা	পা	পা	পা	ধা	-সা	-র্জ্ঞা	-র্রা	-র্সা	-া
আ	মি	ব	ড়ো	দুঃ	খে	০	০	০	০

-ণা	-া	-ধা	-া	-পা	-া	পা	পা	ধা	ণা
০	০	০	০	০	র্	দুঃ	খী	আ	মি

ণা	-ধা	-পা	-মা	-ধা	-পা	মা	পা	ধা	-া
ও	০	০	০	০	০	০	গু	রু	০

Dhaka University Institutional Repository

পা	পা	-মা	মা	-ধা	পা	-মা	স্া	রা
ভ	বে	০	কে	উ	না	ই	আ	প

সা	-ণ্া	-ধ্া।
না	০	র

পশ্চিমবঙ্গের বাউলের ছন্দের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সূফীগানের খুব মিল। বাউলগান নৃত্যসম্বলিত : বাদ্যযন্ত্র-ডুগি ও খমক। কাজেই, বাউলের গানেও আছে কাটা-কাটা ত্রিমাত্রিক ছন্দ। সে বাউল গান শ্রীহট্টে কিংবা ত্রিপুরা-ময়মনসিংহে যখন ভাটিয়ালী সুরের প্রভাবে দেহতত্ত্ব- 'বাউলা' গানে রূপান্তরিত হলো তখন দেখি- ভাব এক হয়েও ভাটিয়ালীর ঢিমে টানা-টানা লয়ে তার প্রকাশভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পালটে। ঢাকার বিখ্যাত নরসিংদী বাউলেরা ব্যবহার করেন 'সারিন্দা'। এই ছড়-টানা তারের যন্ত্রের টানে-টানে পশ্চিমবঙ্গের বাউল-সম্প্রদায়ের নাচের ছন্দ একেবারেই হারিয়ে গেল।

তথ্যসূত্র ঃ

১। গানের ঝর্ণাতলায়, ড. মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী। পাতা নং ১৪।
২। গানের বাহিরানা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস। পাতা নং ২০-২৪, ৩৯, ৪০, ১৭১-১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

জালাল গীতির স্বরলিপি

তুমি নাচো তুমি গাও তুমি বাজাও তোমার তালে
মিছে মানুষ মায়ার ঘোরে আমার আমার কেবল বলে।
মাতা পিতার রূপ ধরিয়া জন্ম দিলা এই ভবে
বন্ধু হইয়া সারা জীবন সঙ্গের সাথী আছ তবে।
প্রেম মাখিয়া ভার্যারূপে নামাইছ এই ভব-কূপে
পারে উঠতে দিলে না আর - অন্ধকারে ঘুরাইলে।।
কে কার আপন কেবা কার পর পথের সাথী সব জনাই
স্বার্থের তরে ডাকাডাকি মাতা পিতা মামা ভাই
বাসা যেদিন ভেঙ্গে যাবে রাজ্য সম্পদ কি করিবে
সোনার দেহ শেষ হইবে কব্বর না হয় চিতার জ্বলে।।
চাওয়ার আগে পাওয়া সবই একি তোমার করুণা
ধরতে গেলে দেওনা ধরা জালাল কিছুই বুঝিল না
কখন থাক সিংহাসনে, ঘোরো আবার বনে বনে
যখন যাহা লয় তোর মনে - তাই করে যাও লীলার ছলে।।

-া -া ণ্	স গ গ	ম ম -া	ম মগ ম
০ ০ তু	মি না চো	তু মি ০	গা ০০ ও
-া -া ম	প ম গ	ম গম প	ম প -া
০ ০ তু	মি বাজাও	তোমা০ র	তা লে ০
-া -া র্স	র্স ণর্র র্স	ণ প ণ	প ম গ
০ ০ মি	ছে মা০নুষ	মা য়া য়	ঘো রে ০
-া -া গ	ম পণ প	ম গু -া	র নর গ্রর
০ ০ আ	মারআ০মার	কে ব ল	ব লে০০০
সর ণ্ -া	-া -া -া		
০ ০ ০	০ ০ ০		

-া -া স	র ম প	মপ ধণ ণ	ণধ পধ প
০ ০ মা	তা পি তার	রূ০ প ধ	রি০০০ য়া
-া -া ম	প ণ ণ	ণধ পর্স ণ	ণ -া -া
০ ০ জ	ন্ম দি লা	এ০ ০ই ভ	বে ০ ০
-া -া ণ	র্স র্স র্স	র্স র্স -া	র্স ণর্সর্রর্জ্ঞ
০ ০ ব	ন্ধু হই য়া	সা রা ০	জী ব০০০
র্সর্র ণ র্র	ণ ণ ধপ	প পধ প	ধ পম -া
০০ ন স	ঙ্গের সা থী০	আ ছ০ ০	ত বে০ ০
-া -া ম	প ণ ধপ	প প -া	প প -া
০ ০ প্রেম	মা খি য়া০	ভা ০ র্যা	রূ পে ০
-া -া ণ	ণ ণ ধপ	প ধ -া	ণ পধ ণধ
০ ০ না	মাই ছ এই	ভ ব ০	কূপে ০
প ধ পম	ম প া	া া ণ	প ম প
০ ০ ০০	পা রে উঠ	তে দি ০	লি না আ
ম গ -া	গ ম পণ	প ম জ্ঞ	মজ্ঞ র সর
০ ০ র	অ ন্ধ কা০	রে ঘু রা	০০ ই লে০
জ্ঞরসর ণ্	-া -া ণ্	স গ গ	ম ম -া
০০০০ ০	০ ০ তু	মি না চো	তু মি ০
ম মগ ম	া া া		
গা০০ ও	০ ০ ০		

পরের অন্তরার সব সুর প্রথম অন্তরার মতই।

Dhaka University Institutional Repository

কত আশা ছিলরে বন্ধু কত আশা ছিল
আগে না জানিয়া পাছে না বুঝিয়া
জীবন ভরিয়ে কাঁদিতে হইল ॥

বন্ধয়ারে-
যৌবন সময়ে কত সহ্য করে
অপরের ঘরেতে দিন গেল
আসিবে বলে আশাতে রাখিলে
নিরাশা করিলে হইত ভাল ॥

বন্ধুয়ারে-
গেল দিনমণি আসিল রজনী
তবে আগমনি কতই বাজিল
কত যে বসন্ত গেল নাহি অন্ত
প্রাণ-কান্ত আমার বিদেশ রইল ॥

বন্ধুয়ারে-
জালাল উদ্দীন বলে মরণ কালে
দিও হাতে তুলে পন্থের আলো
মুখপানে চাহিও হাসিয়া কহিও
হৃদয়ে বসিও কথা ফুরাইল ॥

া	া	গ	গ	ম	গ	ধ	-া	-া	ণ	ধপ	-া
০	০	ক	০	ত	০	আ	০	০	শা	০	০

প	ণ	ধ	প	ম	প	গ	পম	গ	ব	স	-া
ছি	০	০	লো	রে	০	ব	০	ন	ধু	০	০

া	া	স	গ	-া	-া	ম	-া	প	প	ম	গ
০	০	ক	০	ত	০	আ	০	০	শা	০	০

Dhaka University Institutional Repository

ম প ম	গ -া -া	-া -া -া	-া -া -া
ছি লো ০	০ ০ ০	০ ০ ০	০ ০ ০

া া গ	গ ম -া	ধ -া -া	ণ া ধপ
০ ০ আ	গে না ০	জা নি ০	য়া ০ ০

া া প	-া -া -া	ধ -া -া	ণ ধপ -া
০ ০ পা	ছে না ০	বু ঝি ০	য়া ০ ০

পধ -া প	-া মগ -া	গ -া ম	প ধ ণ
জী ০ ব	০ ন ০	ভ ০ ০	রি য়ে ০

পধ -া -া	প ম প	গপ মগ -া	র স -া
কা ০ ০	দি তে ০	হ ই ০	লো ০ ০

া া গ	-া ম প	া া া	া া া
০ ০ বন	ধু য়া ০	রে ০ ০	০ ০ ০

প ণ ধ	প ম প	ম গ -া	-া -া -া
০ ০ ০	০ ০ ০	০ ০ ০	০ ০ ০

া া প	-া ম প	ম -া গ	র স -া
০ ০ গে	ল দি ০	ন ০ ম	নি ০ ০

া া স	গ -া া	ম প -া	প ম গ
০ ০ আ	সি লো ০	র ০ জ	নী ০ ০

-া -া প	-া ম প	ম -া গ	র স -া
০ ০ ত	ব আ ০	গ ০ ম	নি ০ ০

স গ -া	ম প -া	-া ণ ধ	প ম প
ক তই ০	বা জি ০	লো ০ ০	০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

া া গ	গ ম প	ধ -া -া	ণ ধ প
০ ০ আ	সি বে ০	ব ০ ০	লে ০ ০
া া প	-া ধ ণ	ধ -া প	-া -া -া
০ ০ আ	শা তে ০	রা ০ খি	লে ০ ০
-া -া গ	গ ম ম	ধ ধ ধ	ণ ধ প
০ ০ আ	সি বে ০	ব ০ ০	লে ০ ০
া া প	প প প	ধ ধ ধ	ণ ধ ণ
০ ০ আ	শা তে ০	রা ০ খি	লে ০ ০
পধ প া	া ম গ	গ -া ম	প ধ প
নি ০ রা	০ শা ০	ক ০ ০	রি লে ০
পধ প া	া ম প	গ প ম	গ র ম ‖
হ ই ০	তো ০ ০	ভা ০ ০	লো ০ ০ ‖

পরের অন্তরার সুর প্রথম অন্তরার মত।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন আমার ধন্য যে হায়
জনম মাগো তোমার কোলে
স্বর্গ যদি থেকেই থাকে
বাংলা মা তোর চরণ মূলে ॥

মলয় ধোয়া সবুজ শ্যামল
ছায়া - ঢাকা অঙ্গ শীতল
গাহে পাখি কুঞ্জবনে
অমিয় ঝরে ফুলে ফুলে ॥

নীল আকাশে রাতের বেলা
হাজারো চাঁদ তারার মেলা
হুর-পরীক্ষা বেড়ায় খেলে
কাজল নদী দোদুল দোলে ॥

হেথা আমি কুসুম সাথে
জনম নিলাম অরুন প্রাতে
শুয়ে ঘাসের গালিচাতে
মরণ যেন হয় বিভোলে ॥

মরার পরে ভুল ভাঙ্গিয়া
তোমার সনে মিশাইয়া
রেখ আমায় যুগে যুগে
জালালে কয় পরান খুলে ॥

া া র্স	র্সণ ণধ ধম	ম -া ধ	মধ ণর্স -া
০ ০ জী	বন আ মার	ধন ০ ন্য	যে ০ হায়

া া জ্ঞ	-া -া জ্ঞম	র র মজ্ঞ	র স -া
০ ০ জ	নম মা গো	তো মা র	কো লে ০

া া র্স	র্সণ ণধ ধম	ম -া ধ	মধ নর্র্স -া
০ ০ স্বর	গ য দি	থে ০ কেই	থা ০ কে
া া জ্ঞ	-া -া জ্ঞম	র -া মজ্ঞ	র স -া
০ ০ বাং	লা মা তোর	চ র ণ	মূ লে ০
া া র্স	র্সণ ণধ ধম	ম -া ধ	মধ নর্র্স া
০ ০ জী	বন আ মার	ধন ০ ন্য	যে ০ হা
ণর্স -া -া	-া -া -া	-া -া -া	-া -া -া ‖
য় ০ ০	০ ০ ০	০ ০ ০	০ ০ ০ ‖

‖ া া মজ্ঞ	ম ধ র্সণধ	র্স -া -া	-া -া -া
‖ ০ ০ ম	লয় ধু য়া	স বু জ	শ্যা ম ল
া া র্স	র্র -া জ্র্র্র্স	র্সণ র্র্স র্সণ	ণধ ধ -া
০ ০ ছা	য়া ঢা কা	অ ং গ	শী ত ০
া া র্স	র্সণ ণধ ধম	ম -া ধ	মধ ণর্স -া
ল ০ গা	হে পা খি	কু ন জ	ব ০ নে
া া জ্ঞ	-া -া জ্ঞম	র া মজ্ঞ	র স -া ‖
০ ০ অমি	য় ঝ রে	ফু লে ০	ফু লে ০ ‖

পরের অন্তরার সুর প্রথম অন্তরার মত।

Dhaka University Institutional Repository

পাইনা তারে জীবন ভরে যদিও না অনেক দূর
দ্বি দলে লুকাইয়া আছে আমার মন চোর ।।
সপ্ত তালা ভেদ করিয়া রত্ন কাঞ্চন নেয় হরিয়া
যার ধন তারে দিয়া প্রেমানন্দে হয় বিভোর।।
শূন্য পুরে দিবা নিশি করিতেছে মিশামিশি
সিদ্ধ হইয়া যোগী হৃষি বাঁশিতে ফুটাইলো সুর।।
সবার ঘটেই চির কাল অনাহতে বাজে তাল
আসিলে মরন কাল দেখবে যদি হও চতুর।।
পূর্ণিমাতে অর্ধচন্দ্র চলে যেথায় ব্রহ্ম রন্ধ্র
সহস্রাবের ভার স্বতন্ত্র অটল মুর্ত্তি শ্রীগুরু।।
শমন যখন আসবে কাছে পলাইতে স্থান রয়েছে
পর্দার আড়ে প্রাণটি বাঁচে যাইতে পারলে শূন্যপুর।।
সেই ভাবনায় জালাল উদ্দিন লোপ করেছে বিষয় বুদ্ধি
তবু হইলো চিত্ত শুদ্ধি মন ছাড়ে না মদনপুর।।

-া পর্স র্স র্র	র্স ণধ পধ ম	-াপণ ধ প	ম -া স র
০ পাইনা তা রে	জ নম্ ভ০ রে	০ যদি ও না	অ ০ নে ক

ঞ্জরমঞ্জ র -া	-া সর -া সণ্	ণ্ স রম মগ	র -া র গ্ঞ
দূ ০ র ০	০ দ্বিদ ০ লেলু	কাই য়া আ০ছে	০ ০ আ মার

র স স স	-া -া -া -া		
মে ন চো ০	০ ০ ০ র		

-াপধ -া মপ	ধ র্স র্স র্স	-া র্সর্র র্ম র্ণ	র্স ণ ধ ণধপ
০ সপ্ত ০তালা	ভেদ ক রি য়া	০ রত্ন কা ঞ্চন	নেয় হ রি য়া

-া পর্স -া র্সর্র	ণ ণধ পধ ম	-া পণ ধ প	ম -া স র
০ যার ০ ধন	তা রে দি য়া	০ প্রেমা ন ন্দে	হ য় বি ০

Dhaka University Institutional Repository

ঞ্জর মঞ্জ রস -া	-া সর -া সণ	ণ্ স রম মগ	র -া র ঞ্জ
ভো ০ র ০	০ দ্বিদ ০ লেলু	কাই য়া আ ছে	০ ০ আ মার

র	স	স	স	-া	-া	-া	-া
ম	ন	চো	০	০	০	০	র

পরের অন্তরাগুলির সুর একই রকম।

Dhaka University Institutional Repository

দিন গেলে আর দিন হবে না ভাটা যদি লয় যৌবন
থাকতে ক্ষুধা প্রেমের সুধা পান করহে পাগল মন ॥

পিরিতের নাই পাঞ্জি পুঁথি নাইরে কোন ভেদ বিধান
সময় মতে প্রেম সুতে আপনা হতেই পড়ে টান
যার যে ভাবে মন মিশাবে সেই ভাবেই তার যায় জীবন ॥

সংসার সাগর মাঝে নাও বেয়ে যায় সব জনায়
এ পাড় ছেড়ে ও পাড় যেতে কেউ নাহি আর কারে পায়
ঘূর্নিপাকে লাখে লাখে ডুবে হেথায় হয় মরণ ॥

আসমানে জমিনে পিরিত অনন্ত কাল ধরিয়া
সময় হলে রোদ বাদলে রাখে শান্ত করিয়া
তা নাহলে ফুলে ফলে শোভিত না এই ভূবন ॥

পর্বত পিরিতে অটল সমুদ্দুরের সাথেতে
তাইতে পানি বাস্প হইয়া ওঠে গিয়া তার মাথে
সেথায় গিয়া মেঘ বাধিয়া হয়রে বারি বরিষণ ॥

প্রেমে হইলো জঙ্গলবাসী মুনি ঋষি আউলিয়া
গাছতলাতে দিন কাটাল সারা জীবন কাঁদিয়া
পাইল কারে কইল নারে ভাবছে তাই জালালের মন ॥

-া	-া	প	-া	-া	-া	ম -া প	র্স -া া
০	০	দিন	গে	লে	আর	দিন ০ পা	বে না ০

র্স	-া	ণ	-া	-া	প	-া ম ধপ	ম জ্ঞ ম
দি	০	ন	গে	০	০	লে ০ ০	আ ০ র

-া	-া	প	-া	-া	-া	ম -া প	র্স -া -া
০	০	দিন	গে	লে	আর	দিন ০ পা	বে না ০

র্স	ণ	-া	ধ	প	-া	ম -া প	মগ র স
ভা	টায়	০	য	খন	০	ল য় যৌ	ব ০ ন

Dhaka University Institutional Repository

-া	-া	ম	গ	র	স	র	ম	-া	প	ধ	-া
০	০	থাক	তে	ক্ষু	ধা	প্রে	মের	০	সু	ধা	০

প	-া	ম	গ	র	গ	স	র	-া	ম	গ	ম
পান	০	ক	র	রে	০	পা	গল	০	ম	০	০

সর	স	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া
০	০	০	ন	০	০	০	০	০	০	০	০

-া	-া	প	-া	-া	-া	ম	-া	জ্ঞ	-া	ম	-া
০	০	পি	রি	তের	নাই	পা	ন	জি	পু	থি	০

প	-া	-া	ণ	-া	-া	র্স	-া	-া	-া	-া	-া
না	ই	রে	কো	ন	০	ভেদ	০	বি	ধা	ন	০

-া	-া	ণ	-া	-া	-া	ধ	-া	-া	প	ম	-া
০	০	স	ময়	ম	তে	প্রে	ম	০	সু	তে	০

প	-া	দ	প	-া	র্স	ণ	-া	প	প	-া	-া
আ	প	না	হ	তে	ই	প	রে	০	টা	ন	০

-া	-া	প	-া	-া	-া	ম	-া	প	র্স	-া	-া
০	০	যার	যে	ভা	বে	মন	০	মি	শা	বে	০

র্স	-া	ণ	-া	-া	প	-া	ম	ধপ	ম	জ্ঞ	ম
যা	০	র	যে	০	০	ভা	০	০	বে	০	০

-া	-া	প	-া	-া	-া	ম	-া	প	র্স	-া	-া
০	০	যার	যে	ভা	বে	মন	০	মি	শা	বে	০

র্স	ণ	-ণ	ধ	প	-া	ম	-া	প	মগ	র	স
সেই	০	ভা	বে	ই	তার	যা	য়	জী	ব	ন	০

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃ জাতির পানে চাহিলে নয়নে
ভক্তি রেখ মনে যদি, ভালবাসা চাও ॥

যার গর্ভে জন্ম নিলে বুক চুষিয়া খাইলে
এখন কেন পাগল ছেলে অন্যভাবে চাও?
সৃষ্টি আর পতন তাহাদেরই কারণ
আগুনের কাছে এমন সাধ করে কেন যাও ॥

কুচিন্তা কুব্যবহার করিয়ে কেবল সার
হৃদি রাজ্য অন্ধকার, কত কষ্ট পাও
অমায়িক ভাবে মহাপূণ্য লাভে
পরম আনন্দে সবে মিশিয়ে বেড়াও ॥

পরের মেয়ে সুন্দরী কাম-আশা পরিহরি
মাতৃত্ব মনন করি, ভকতি জানাও
চরণতলে কাশী প্রেমে ভালবাসি
পবিত্র প্রণয় হাসি, প্রাণেতে ফোটাও ॥

-া	-া	ম	-া	-া	-া	প -া ণ	ণধ র্সণ প
০	০	মা	তৃ	জা	০	তি র পা	নে ০ ০

-া	-া	দ	প	ম	প	জ্ঞ ম জ	র স -া
০	০	চা	হি	লে	০	ন য় ০	নে ০ ০

-া	-া	স	জ্ঞ	জ্ঞ	ম	প -া দ	প ম প
০	০	ভক	তি	রে	খো	ম নে ০	য দি ০

জ্ঞ	ম	জ্ঞ	র	স	-া	সজ্ঞ রজ্ঞ সর	সণ -া -া
ভা	০	লো	বা	সা	০	চা ০ ০	ও ০ ০

-া	-া	স	জ্ঞ	জ্ঞ	ম	প -া দ	প ম প
০	০	ভক	তি	রে	খো	ম নে ০	য দি ০

জ্ঞ	ম	জ্ঞ	র	স	-া	-া -া -া	-া -া -া
ভা	০	লো	বা	সা	০	চা ০ ০	ও ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

-া -া প	-া -া ম	জ্ঞ ম জ্ঞ	র স -া
০ ০ যা	র গ র্ভে	জ ন ম	নি লে ০

া -া জ্ঞ	ম প -া	-া -া -া	-া -া -া
বু ক চু	ষি য়া ০	খা ই ০	লে ০ ০

-া -া প	ণ ধ ণ	প -া দ	পা -া -া
০ ০ এ	খন কে ন	পা গ ল	ছে লে ০

প -া জ্ঞ	ম প -া	-া -া -া	-া -া -া
অন ০ ন্য	ভা বে ০	চা ও ০	০ ০ ০

-া -া ম	-া -া -া	প -া ণ	ণধ র্সণ প
০ ০ সৃ	ষ্টি আ র	প ০ ০	ত ০ ন

প -া দ	প ম প	জ্ঞ ম জ্ঞ	র -া স
০ ০ তা	হা দে ০	র ই কা	র ০ ন

-া -া স	জ্ঞ জ্ঞ ম	-প -া দ	প ম প
০ ০ আ	গু নে র	কা ০ ছে	এ ম ন

জ্ঞ ম জ্ঞ	র স -া	সজ্ঞ রজ্ঞ সর	সণ্ -া -া
সা ধ ক	রে কেন ০	যা ০ ০	ও ০ ০

-া -া স	জ্ঞ জ্ঞ ম	প -া দ	প ম প
০ ০ আ	গু নে র	কা ০ ছে	এ ম ন

জ্ঞ ম জ্ঞ	র স -া	-া -া -া	-া -া -া
সা ধ ক	রে কেন ০	যা ০ ০	ও ০ ০

পরের অন্তরা প্রথম অন্তরার সুরে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাব বিনে কি ভাবের মানুষ ধরতে পারা যায়
অচেনা এক ভাবের পাখি, হৃদাকাশে উড়ছে সদায় ॥
প্রেমময়ের প্রেম-মুখ দেখবার আশে কতই দুঃখ
স্থূল জগতে হইল সূক্ষ্ম, তাই সে চিনা বিষম দায় ॥
ভাবেতে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে, বিশ্বব্যাপী একটি তারে
প্রাণের কথা ধীরে ধীরে, কানের কাছে কয়ে যায় ॥
কাননে ঐ কুসুম কলি, ঝরে ফোটে আসে অলি
রক্ত জবা যুই চামেলি, আপনা রঙ্গ আপনি চায় ॥
গিরি গুহায় বর্তমান আছে কত ভাবের পাষাণ
একজনেরি অনুসন্ধান করতেছে লতায় পাতায় ॥
কেন জন্ম-মৃত্যুহয় কয়জনে তার খবর লয়
গ্রহ-তারা গগনময় মিটি মিটি কেন চায় ॥
ভাবের সাগর গভীর ভারি সকলের ঘটেনা পাড়ি
প্রেমিকের ভাঙ্গাতরী বিন বাতাসে উজান ধায় ॥
ভাব-নদীতে জীবনধারা, চলছে ভাটি, রয় না খাড়া
তেমনি করে যায় যে মারা, বাহ্য-লীলা ভুল কোথায় ॥
জালাল কয় মোর ভাবের গোলা, গুরু বিনে যায় না খোলা
দুই চখ্যে পড়েছে ধুলা, মন মজে না চরণ-সেবায় ॥

-া -া স -া	জ্ঞ র -া জ্ঞ	জ্ঞস -া -া -া	-া -া -া -া
০ ০ ভা ব	বি নে ০ কি	ভা ০ বে র	০ মা নু ষ
-া -া গ -া	-া ম প -া	ম গ প ম	জ্ঞ -া র -া
০ ০ ধ র	তে পা রা ০	যা ০ ০ ০	০ ০ য় ০
-া -া জ্ঞ প	ম র -া গ	জ্ঞস -া -া -া	-া -া -া -া
০ ০ ভা ব	বি নে ০ কি	ভা ০ বে র	০ মা নু ষ
-া -া প -া	ণ -া -া -া	ধ -া -া র্সণ	ধ -া প -া
০ ০ অ ০	চে না এ ক	ভা ০ বে র	পা ০ খি ০
-া -া -া -গ	-া ম প -া	ম গ প ম	জ্ঞ -া র -া
০ ০ ০ হৃদ	আ কা শে ০	উ ড় ছে ০	স ০ দা ই

Dhaka University Institutional Repository

-া -া -া স	-া ণ্ ধ্ -া	ণ্ স -া -া	-া -া -া -া
০ ০ ০ প্রে	ম ম য়ে র	প্রে ম ০ ০	মু ০ ০ খ
-া -া -া ধ্	ণ্ স র জ্ঞরস	-া -া -া ম	-া জ্ঞ র মজ্ঞরস
০ ০ ০ দেখ	বার আ শে ০	০ ০ ০ ক	তই দুঃখ ০ ০
-া -া -া প	ণ -া -া -া	-া -া -া ধ	-া ণ ধ প
০ ০ ০ স্থুল	জ গ তে ০	০ ০ ০ হই	ল সু ক্ষ ০
-া -া -া গ	-া ম প -া	ম গ প ম	জ্ঞ -া র -া
০ ০ ০ তাই	সে চি না ০	বি ০ ষ ম	দা ০ য় ০

পরের অন্তরার সুরগুলো প্রথম অন্তরার মত।

Dhaka University Institutional Repository

পরের বেদন পরে কি জানে,
পিরিতে আমার কলিজা অঙ্গার, ঘুরিয়া বেড়াই তার সন্ধানে ॥
কত দেশে গেলাম কতই খুঁজিলাম, কত যে শুনিলাম আমার কানে
শুনে গালাগালি দিবানিশি জ্বলি, বেঁধেছ তোমার মন পাষাণে ॥
তুমি পরবাসে আমি আশার আশে, চাহিয়ে থাকি পথ পানে
দেখা এসে দিলেনা সঙ্গে নিলেনা, কি আগুন জ্বালাইয়া দিয়েছ প্রাণে ॥
মায়া ফাঁসি দিয়া আমারে কাঁদাইয়া আছ তুমি বসিয়া অভিমানে
গরল খাইব মরিয়ে যাইব, ফাঁসিটি ছিঁড়িব হেঁছকা টানে ॥
সখি তোমরা আসিও কাছেতে থাকিও, নামটি শুনাইয়ে দিও মোর কানে
জালাল উদ্দীন বলে যাব দেশে চলে, ছাই দিয়ে সব কুল-মানে ॥

া ন ন র্স	র্স র্স র্সর্ব র্সন	-া ন র্স র্স	নর্র র্সন ধ প
০ পি রি তে	আ ০ মা র	০ ক লি জা	আ ং গা র
া প র্স র্স	র্সর্র র্সণ ণ ধপ	পণ ধপ প মপ	গপ মগ র স
০ ঘু রি য়া	বে ০ ড়া ই	তা র স ন	ধা ০ ৰে ০
া স গ গ	গ ম প ণ	ধ প প মপ	গপ মগ র স
০ প ০ রে	র ০ বে দন	প ০ রে কি	জ ০ নে ০
া স গ গ	গ ম প ণ	ধ প প মপ	গপ মগ গ র
০ প ০ রে	র ০ ৰে দন	প ০ রে কি	জা ০ নে ০
সর স -া -া	-া -া -া -া	-া -া -া -া	-া -া -া -া
০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০

া া া া	া া গ গম	প প ম প	গ মগ র স
০ ০ ০ ০	০ ০ আ মি	০ কত দে শে	গে ০ লা ম
া স গ গ	ম প প মপ	গ গ প মপ	গম গ গ রস
০ ক ০ তই	খু জি লা ০	ম ক ত যেশু	নি ০ লা ম

Dhaka University Institutional Repository

া গ ম প	পণ ধণ পধ মপ	গপ মপ গম গ	-া -া -া -া
০ আ মার কা	নে ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০
া ন ন র্স	স স সর সন	ন ন র্স র্স	নর্র র্সন ধ প
শুনে গা লা	গা ০ লি ০	০ দি বা নিশি	জ্ব ০ লি ০
প র্স র্স র্স	র্সর্র র্সণ ণ ধপ	পণ ধপ প মপ	গপ মগ র স
০ বে ধে ছ	তো ০ মা র	ম ন পা ০	ষা ০ নে ০

পরের অন্তরাগুলো একই সুর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সংগৃহীত জালাল গীতি

(১)

কে তারে খুঁজিয়ে পাবে অনন্তে মিশিয়ে যাবে
পঞ্চভূত আত্মা ভবে, যত কিছু হয় ॥
রূপময় যত কায়া সকলি স্ব-রূপের ছায়া
যত ভেল্কি মায়া হয়ে যাবে লয়,
নব অনুরাগে আপনা হতে জাগে
কর্মফল এসে ভোগে, দিতে পরিচয় ॥
প্রবল বায়ুর চোটে সাগরে তরঙ্গ ওঠে
লাগিয়ে বিপুল তটে, চিহ্ন নাহি রয়,
তুমি আমি সমুদয় লুপ্ত বিকাশ তেমনি হয়
যোগের সংখ্যা বিয়োগেতে, শুধু শূন্যময় ॥
লীলাময়ের লীলার ফেরে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে
অরূপে স্বরূপে শুধু, একই দয়াময়,
জালাল উদ্দীন বলে এবার চলে গেলে
বাহ্য-লীলা আর যেন, দেখিতে না হয় ॥

(২)

আমায় তুমি দোষী বল তুমি কি আর বড় গুণী?
তুমি আমায় বেশি চিন, আমিও হয়ত কিছু জানি ॥
বলছ আমায় পাপ করতেছি, কই রাখব তোর লিপিখানি,
ভাল মন্দ যা করে যাই, আমি কই তোমার করণী ॥
তুমি চোরকে চুরি করতে কয়ে, গৃহস্থেরে দেও জাগাইয়ে
শেষে বস হাকিম হয়ে, তুমিই চোরের শিরোমণি ॥
আমি তোমার হাতের বাঁশি, তুমি বাজাও আমি দোষী
আমি তোমায় এই জিজ্ঞাসি, ফুঁক না দিলেও হয় কি ধ্বনি?

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসার ভাব জন্মায়ে, ফাঁদ পাতলে সাঁই মহাজনি
লাভের হার কমতি পড়লেই, রাঙা কর চোখ দুখানি ॥
বলতে পার সৃষ্ট হয়ে তুমি স্রষ্টার প্রতি বদ্‌গোমানি
যতই বল তুমি আমায়, এই পর্যন্ত বেশি মানি ॥
মিটাইতে তোমার বাসনা, ফুরায় না মোর ধানা-পানা
জালালে কয় আর সহে না, তোমার মরা আমি টানি ॥

(৩)

আছেরে তার নামে মধু, খেয়ে সাধু
পার হয়ে যায় অকূল জলে
যে-নাম হৃদয়পুরে, হাওয়ায় ঘুরে
আপনি আপন কথা বলে ॥
সেই নাম সঞ্জীবনী-সুধা, রয় না ক্ষুধা
এক দম সোদা না হইলে-
আপনি বাঁশি বাজিল যার, টুট্‌ল আঁধার
ভয় কি তাহার ভূমণ্ডলে?
আঁধার গেলে চন্দ্র ওঠে, ফুলটি ফোটে
সাধু জনের হৃদকমলে-
মানুষেতে লইলে স্মরণ, জন্ম-মরণ
জরা ব্যাধি সব দূরে চলে ॥
অন্তরে যার পরশমণি, অষ্ট ফণি
নিশ্বাসেতে আগুন জ্বলে-
জালালে কয় দেহের ভিতর প্রেম-সরোবর
চিনে না বেহুঁশের দলে ॥

Dhaka University Institutional Repository

(৪)

বুঝিতে না পারি ওহে বংশীধারী
কোন্ সুরে গাই তোমার গান ॥
যে রাগ ফোটে প্রাণের ভিতর, বাজে তিনটি তার
অন্ত্রে অন্ত্রে বিনা যন্ত্রে, দিতেছে ঝঙ্কার,
কাশ্মীরা-কাওয়ালি আর, যদ-পুস্তা-মধ্যমান ॥
মুখে নাহি ফোটে আমার সেই সুরের ধ্বনি
নীরলে তাই হৃদি মাঝে, বাজাই আপনি,
আকুল হয়ে মনের মণি, ভাটি ছেড়ে চলে উজান ॥
যে পাখিটি পিঞ্জরেতে, রাধা-কৃষ্ণ বলে
সেইতো আগে ছিল একদিন, নিগূঢ় জঙ্গলে;
দলের পাখি মিশতে দলে, জাতীয়তার আছে টান ॥
তোর লাগি যখন আমার, মন হয় উদাসী
কোরান পুরাণ খোলে তখন, কতই তালাশি,
জালালে কয় ঘুরে আসি, স্বর্গ-পাতাল জমি-আছমান ॥

(৫)

মন তোমার এই মানব-তরী, বোঝাই ভারি
উজান পাড়ি চলেনারে ॥
পাছার মাঝি হয়ে যে জনা, দেয় মন্ত্রণা
বাধ্য করে ছয় জনারে-
মাস্তুলের নাই জাজ্বা টানা, হাইল মানে না
ছিঁড়া বাদাম হাওয়া নাইরে ॥
করে তুই লাভের আশা, বুদ্ধিনাশা
দস্তা সিসা চিনলেনারে-
রূপগঞ্জের বাজারে গিয়া বেহুঁশ হইয়া
কিনলে কেবল সস্তা দরে।
তিন ধারে ছুটেছে জল, করে কল কল
গুণ দিয়েছে পুবের পারে-
পারে থেকে লোকে হাসে, কোনো দেশে
গিয়ে তরী ডুবে মরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

দয়াল নামের সারি গেয়ে, ভাটি বেয়ে
উজানে যাও সাহস করে-
জালাল উদ্দীন ভেবে সারা, নাই কিনারা
মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে ॥

(৬)

মাটির দেহ খাঁটি কর, খোলে তোমার দ্বিল-কোরান
বাড়ি জমির হিসাব নিবে, সাক্ষ্য দিচ্ছে বেদ পুরাণ ॥
আমি শব্দে কে-বা হয়, নিঃশব্দে কি কথা কয়
যম কোথায় রসে রয়, কই বা থাকে পঞ্চপ্রাণ
গুরুর সঙ্গ স্বভাব নিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব লও খুঁজিয়া
বিশ্ব-বিজ্ঞান পাঠ করিয়া, সকলকেই দেখ সমান ॥
বেছে নিয়ে মন্দের ভাগ, শ্রদ্ধা ভক্তি অনুরাগ
হিংসা নিন্দা পরিত্যাগ করলে আটক মদন-বাণ
অনন্তে মিশিবে তবে আর না আসিবে ভবে
সঙ্গীরা সব বাধ্য হবে, ভাটি ছেড়ে যাবে উজান ॥
কাঁচা মাটি পুড়ছে যারা, সিদ্ধ পুরুষ ভবে তারা
জীবন থাকবে গেছে মারা, স্বর্গ-নরক এক সমান;
ভয় থাকেনা তার অন্তরে, ডুব দেওগে প্রেম সাগরে
পাথরে কি ঘুণে ধরে? জালালউদ্দীন কথা মান্ ॥

(৭)

কাজল বরণ রূপের কন্যা, দুনিয়া তোর পাছে
তোমার মত এমন সুন্দর, আর নি কেহ আছেরে-
কাজল বরণ রূপের কন্যারে ॥
আসমানে তোর ছায়ারে কন্যা জমিনে তোর বাড়ি
রূপ লইয়া তোর চান-সুরুজে, লাগছে কাড়াকাড়িরে ॥
মেঘের বেলায় সিনান্ কর, রৌদ্রে শুকাও কেশ
বিজলি তোর মুখের হাসি, চম্‌কে ওঠে দেশরে ॥
গুণেতে অসীম তুমি শক্তিতে নাই পার
গাছ পাথরে দিছে তোমার দেহের অলঙ্কাররে ॥
এই দুনিয়ার সবেই তোমায় বিয়ে করতে চায়

Dhaka University Institutional Repository

সোনার থালায় অন্ন থুইয়া গাছের পাতা খায়রে ॥
কথার বেলায় সুন্দর তুমি দেখতে গেলেই ভুল
জালাল তোরে বিয়ে করতে হয়েছে ব্যাকুলরে ॥

(৮)

এ বিশ্ব বাগানে সাঁই নিরঞ্জনে
মানুষ দিয়া ফুটাইল ফুল।
আদমকে নিষেধ করে গন্দম খেওনা
গন্দমকে হুকুম দিল পিছু ছেড়না;
বুঝিতে আজ তাঁর বাহানা সংসারে এই গন্ডগোল ॥
যে গন্দম খেয়ে আদম হইল গোনাগার
আজ পর্যন্ত আমরা সবে করতেছি আহার;
হজরত আদম হাওয়া-সে গন্দম এই হল কথার মূল ॥
হাওয়া গন্দম ছিঁড়ে যখন বেহেশ্‌তখানায়
তিন ফোঁটা খুনজারি তখন হয়ে যায়;
এক ফোঁটা দিয়া মানুষ গড়িয়া ভরেছে দুনিয়ার কোল ॥
গন্দমের আঁঠা দিয়ে বানায়ে লাল কালি
ছাপাখানার ঘরে কোরান দিতেছে তালি;
আসল কথা যদি বলি মুনশি-মোল্লায় বলবে বাতুল ॥
গন্দমের বাহানা করে পাঠায় সংসারে
মানুষ দিয়ে মানুষ বানায় মানুষের ঘরে;
কোরান ছাপায় কোরান ধরে লাগছে বিষম হুলস্থুল ॥
জালাল উদ্দীন ভাবতে ভাবতে হয়ে পেরেশান
গন্দম গাছের তলে গেল পাইয়া ময়দান;
গিয়ে তথায় পড়িয়ে ঘুমায়, নেশার ঝোঁকে ভাঙেনা ভুল ॥

(৯)

আমার আমার করে জনমেরি করে
সুখের ঘরে দুঃখ টেনে এনিছেরে ॥
ধন-জনের বলে আমার বাড়িল সম্মান
ঘাড়ে কিন্তু চাপা যত লাভ-লোকসান
হিসাব-নিকাশ দিতে এই পৃথিবীতে

Dhaka University Institutional Repository

পারব কি না তাই ভাবতেছিরে ॥
করজোড়ে যারা এসে কইত "কর্তা-বাবু"
তাদেরে ধরে আমি করে নিচ্ছি কাবু
এরাই এখন ফিরে এল ধীরে ধীরে
জ্বরা-ব্যাধির হাতে পড়েছিরে ॥
আগে যদি জানি তার আছে পরিণাম
ভুলেও-না ভুলিতাম, নিত্য হরিনাম
অকাল-বার্ধক্য দোষে, দুর্বল ফুসফুসে
কোনো মতে বেঁচে আছিরে ॥
জালাল উদ্দীন বলে কত, দেখছি বাবুগিরি
দু'দিন পরেই আছে ধুলায় গড়াগড়ি
নিয়ে কাঠ-খড়ি-চেলা বুঝাইবে ঠেলা
আগুনের মেলা বসাবিরে ॥

(১০)

আঁধারে ঘিরিল কোথা যাই বল
কে দিবে হায় পথ দেখাইয়া ॥
চাহিয়া দেখি নাই গিয়েছেরে বেলা
প্রাণ-পণ করে খেলিয়েছি খেলা
মায়া কামিনীর সঙ্গে কত রঙ্গে ঢঙ্গে
ত্রিভঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া ॥
ভেবেছিলাম আগে তারাই হবে সাথী
একই পথে যাব করে হাতাহাতি
আসি আসি বলে, সবই গেল চলে
আর তো এল না কেউ ফিরিয়া ॥
কাছে শিয়ালে ডাকে, আসে মড়ার গন্ধ
ভয়ে হাহুতাশ, নিঃশ্বাসও প্রায় বন্ধ
ভূতে আগুন জ্বালায়, মাঝে মাঝে নিভায়
খিল্‌খিল্ করে উঠে হাসিয়া ॥
সামনে শ্মশানভূমি, সঙ্গে নাই কেহ

Dhaka University Institutional Repository

ভারি বোঝা মাথে শিহরিছে দেহ
প্রভু বিপদহারী, জালালের কাণ্ডারি
ভীতি বিপদ দাও নাশিয়া ॥

(১১)

সেই পাড়ে তোর বসত-বাড়ি, এই পাড়েতে তোর বাসা
ভব-দরিয়া পাড়ি দিতে কেমনে করলে আশারে ॥
সেই পাড়ে তোর বসত বাড়িরে ॥
পরকে লইয়া বসত কর আপন মানুষ ছাড়ি,
আপনা থুইয়া সদায় কর পরের খবরদারিরে ॥
লাভ করিতে আসল গেল, হইলেরে বেদিশা
রতন-কাঞ্চন বদল দিয়া কিন্‌লে দস্তা-সিসারে ॥
মিছা মায়ায় রইলে বেহুঁশ, পরের বোঝা টানো
সমনজারির পিয়ন আসবে, কোন্‌দিন কি তাই জানরে ॥
সিন্ধুকে তোর লাখ রূপিয়া, পারের কড়ি নাই
খাতিরে কি ছাড়বে তোরে, খেয়াঘাটে ভাইরে ॥
জালাল উদ্দীন বলে তোমার, দেশে যাবার পথে-
দয়াল যদি হয় কাণ্ডারি, পারবি কোন মতেরে ॥

(১২)

দয়াল মুর্শিদের বাজারে–
কেউ করিছে বেচাকেনা, কেহ কাঁদে রাস্তায় পড়ে ॥
"লা" শব্দে পাল্লা ধর, "এলাহা" -কে ওজন কর
"ইল্লাল্লা" চাপা রাখ, হৃৎ-পিণ্ডের ভিতরে;
ইমান পাথরের ডাণ্ডি, নামাইওনা ভারে–
ওজনেতে মিল হইলে, মহাজনে খরিদ করে ॥
পঞ্চরশি পাল্লায় আঁটা, করিওনা ডাণ্ডি-কাটা
মাইর খাইবে প্রাণ হারাবে, নিবে নিলাম করে;
বেহুঁশের বন্দেগি নাই এই ভব পুরে–
আল্লা-রছুল প্রেমে বাঁধা, মুর্শিদের পেশানি পরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

বাজারে শক্ত বিচার, শোনরে ভাই সব দোকানদার
কর যদি ব্যাভিচার-যাবে আইনের ঘরে;
জালালউদ্দীন তহ্‌বিল-মারা পুঁজি নিল চোরে–
সেই তালাশে পাগল বেশে, গিয়েছে হাওলাপুরে ॥

(১৩)

আমরা দিন কি গোঁসাই এমনি যাবে
মায়ার বন্দন করে ছেদন, মনটাকে নেও তোমার ভাবে ॥
দুষ্টের দলটা হয় না বাধ্য, আর কি আমার সাধ্য
তুমি আমার প্রাণারাধা, ভব-জ্বালা সব ঘোচাবে ॥
কৃপা-বারি ছিটাইয়া, মধুর নামের বীজ লাগাইয়া
আপনা হতে যত্ন নিয়া, এই মরুতে ফুল ফোটাবে ॥
বেলা হল প্রায় অবসান, সুতায় ধরে মারবে একটান
কাঁদিছে জালালের প্রাণ, দেহটাকে কীড়ায় খাবে !

(১৪)

মানুষ থুইয়া খোদা ভজ, এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে
মানুষ ভজ কোরান খোঁজ, পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে ॥
খোদার নাহি ছায়া কায়া স্বরূপে ধরেছে মায়া
রূপে মিশে রূপের ছায়া, ফুল কলি ছয় প্রেমের গাছে ॥
আরব দেশে মক্কার ঘর, মদিনায় রছুলের কবর
বয়তুল্লায় শূন্যের পাথর, মানুষে সব করিয়াছে ॥
মানুষে করিছে কর্ম, কত পাপ কত ধর্ম
বুঝিতে সেই নিগূঢ় মর্ম, মন-মহাজন মধ্যে আছে ॥
দ্বিলের যখন খুলবে কপাট, দেখবে তবে প্রেমের হাট
মারিফত সিদ্ধের ঘাট, সকলি মানুষের কাছে ॥
সৃষ্টির আগে পরোয়ারে, মানুষেরি রূপ নেহারে
ফেরেশ্‌তা যাইতে নারে, মানুষ তথায় গিয়াছে ॥
মানুষের সঙ্গ লইয়া, পৃথিবীতে জন্ম হইয়া
খেলতে হইল মানুষ লইয়া, জাত বিনে কি জাতি বাঁচে?

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের ছবি আঁক, পায়ের ধূলি গায়ে মাখ
শরিয়ত সঙ্গে রাখ, তত্ত্ব-বিষয় গোপন আছে ॥
জালালে কয় মনরে পাজি, করলে কত বে-লেহাজি
মানুষ তোমার নায়ের মাঝি, একদিন গিয়া হবে পাছে ॥

(১৫)

মানুষ রতন করহে যতন, যারে তোমার প্রাণে চায় ॥
ভক্তি-বিশ্বাস প্রেম, এক-আধারে তিন
যাহার কাছেতে বোঝ, থাকবে চিরদিন;
চণ্ডাল কিবা হউক না মোমিন, চেয়ে থাক চরণ আশায় ॥
মানুষেতে বিবাদ ঘটে, মানুষে মিটায় গোল
মানুষেরি জ্ঞান-বুদ্ধি, মানুষেতেই ভুল;
কাঁটা দিয়ে কাঁটা খোল, মরিস্‌নে আর বিষের জ্বালায় ॥
নরকের রাস্তা দিয়ে স্বর্গে চলে যাও
অমর হতে ইচ্ছা থাকলে, মরণ-ঔষধ খাও;
যেখানে পিছলে পাও, উঠে দাঁড়াও সেই জায়গায় ॥
মনসুরে কয় নিজেই খোদা, অপরাধ নাই তার
এক ভিন্ন দ্বিতীয় কইলে, আমরা গোনাগার;
বিষ খেয়ে কারো হয় উপকার, অমৃতে কেউ মারা যায় ॥
হারামেতে হালাল আছে, শুধু ভাবের বিপর্যয়
একই শব্দ স্থান বিশেষে ভিন্ন অর্থ হয়;
ভাব বুঝিয়ে জালালে কয়, প্রেমের হাওয়া লাগলনা গায় ॥

(১৬)

মানুষে মানুষ আছে পাপী তাপী সবার কাছে
প্রেমিক নইলে চিনবে কিসে প্রেমের মহাজন ॥
মানুষের ছুরত তার মধ্যে কুদরত
সেই জন্য ভজিতে হয় মানুষের চরণ;
বেদ-কোরানে পাই সে বিনে ভরসা নাই
তাহাতে ভাবনা কর সাঁই নিরঞ্জন ॥

Dhaka University Institutional Repository

ভেবে দেখ বিচারে ফেরেশ্‌তায় সেজদা করে
করিবে অনন্তকাল সৃষ্টি যতক্ষণ;
হয়েছে না-ফরমান মোক্‌রুম শয়তান
মানুষেরূপে পেরেশান জালালের মন ॥

(১৭)

বলি ছাড়া কালী পূজা করবে যদি আয়
মূল দেবতায় কয়না কথা, মানুষে পেট ভরে খায় ॥
হৃদ-মন্দিরের খোল দুয়ার, দেখতে পাবে দশ অবতার
উত্তর দিবে কথায় তোমার, শুনতে যাহা অভিপ্রায়;
ত্রিশ কোটি দেবগণে, বসে আছেন যোগাসনে
থাকলে ভক্তি প্রাণমনে, তুষ্ট হবে এক সেবায় ॥
বীজমন্ত্রে স্নান করিয়ে, বিশ্বাস-চন্দন দিয়ে
জ্ঞান-খড়্গ হাতে নিয়ে, ধ্যান রাখ শ্রীগুরুর পায়;
ছয় রিপু থাকিবে খাড়া, ভজনবাদী সবায় যারা
আঘাত করলে মুণ্ডহারা, হয়ে যাবে অবহেলায় ॥
লোক সমাজে ফাঁকি দিয়া, হৃদয় আসন সাজাইয়া
ঘরের মানুষ ঘরে নিয়া, পুষ্প ঢাল সেই প্রতিমায়;
পণ্ডিত ছেড়ে সাধুর কাছে, জেনে লও সন্ধান আছে
এ-সব পূজা যার হয়েছে-শমনকে কলা দেখায় ॥
পাঁচজন এল পুরোহিত, জালালের নিমন্ত্রিত
একটি মেষ দেওয়ার বিহিত, করি আমি কী উপায়;
দুইটি ব্রাহ্মন হুঁশ-বেহুঁশে, ধরে টানে অণ্ডকোষে
নিতে না কেউ চায় আপোষে, হইল না পূজা দুটানায় ॥

(১৮)

প্রেমিকের ভঙ্গিতে যায় চিনা;
দেখিতে সরল মতি উর্ধ্বগতি, বরণ কাঞ্চা সোনা ॥
মন তাহার ঘুমের ঘোরে, নয়নে রূপ নেহার করে
প্রেম-পুরীতে ধরা পড়ে, আত্মসুখ বোঝেনা;
সরল হয়ে সহজ মন্ত্র শিখিল যে জনা-
কাম-সাগরে চর পড়েছে, প্রেম সাগরে জল আঁটে না ॥

Dhaka University Institutional Repository

লোকে কয় কর্ণে শুনি, চণ্ডীদাস আর রজকিনী
তারা প্রেমের শিরোমণি, এমন হয় কয়-জনা;
মৃত দেহে জীবন পাইল জগতে ঘোষণা-
রসিকের প্রেম মার্কা মরা, মরে গেলেও দম ছোটে না ॥
প্রেম পরীক্ষা দুগ্ধ জলে, এক যোগেতে মিশাইলে
রাজহংসে তারে পেলে করে এই ঘটনা;
চুম্বক দিয়ে দুগ্ধ খাবে-জলতো খাবে না-
এমন প্রেমিক ভবে যারা, চৌরাশিতে আর আসে না ॥

(১৯)

স্নান কর ভাই ডুব দিও না যমুনায় গিয়ে
তবে হয়ত ডুবতে পার, রাজহংসের ভাব ধরিয়ে ॥
খেলাও যদি জল-তরঙ্গ, হয়ে যাবে রতিভঙ্গ
আবেশে অবশ অঙ্গ-মূলধন হারাইয়ে;
সেই নদীতে নোনাপানি, ডুবছে কত ধনী মানী
কাউকে নিয়ে টানাটানি, জোয়ার-ভাঁটায় পড়িয়ে ॥
সাপিনী যে উজান বাঁকে, কয়জন সেই খবর রাখে
সদায় লুকি দিয়ে থাকে, পাওয়া যায়না খুঁজিয়ে;
যখন জলে ঢেউ ছোটে, সাপের মাথায় চন্দ্র ওঠে
প্রেমিক সাধু এসে জোটে, কাষ্ঠের মালা ফেলিয়ে ॥
হিমালয় পর্বতের উপর, আছে একটি সরোবর
জেনে লও সেই খবর শিক্ষা-গুরু ভজিয়ে;
কাল কুম্ভীর করে ভ্রমন, ধরলে খাবে জন্মের মতন
জালাল কয় লাই খেল মন, বিবেক-হল্‌দি গায় মাখিয়ে ॥

Dhaka University Institutional Repository

(২০)

মাতৃজাতির পানে চাহিলে নয়নে
ভক্তি রেখ মনে, যদি ভালবাসা চাও ॥
যার গর্ভে জন্ম নিলে বুক চুষিয়া খাইলে
এখন কেন পাগলা ছেলে, অন্য ভাবে চাও?
সৃষ্টি আর পতন তাহাদেরই কারণ
আগুনের কাছে এমন সাধ করে কেন যাও ॥
কুচিন্তা কুব্যবহার করিয়ে কেবল সার
হৃদি রাজ্য অন্ধকার, কত কষ্ট পাও ॥
অমায়িক ভাবে মহা পুণ্য লাভে
পরম আনন্দে সবে মিশিয়ে বেড়াও ॥
পরের মেয়ে সুন্দরী কাম-আশা পরিহরি
মাতৃত্ব মনন করি, ভকতি জানাও।
চরণতলে কাশী প্রেমে ভালবাসি
পবিত্র প্রণয় হাসি, প্রাণেতে ফোটাও ॥

(২১)

বউ কথা কও ডাকছে পাখি ঐ গাছের আগায়
বৌ যে তোমার চুলার পাড়ে ঘোমটা টেনে যায় ॥
সে-যে পূর্ণমাসীর চান, উজ্জ্বল আসমান
হাতের কঙ্কন বেজে উঠলেই চমকে ওঠে প্রাণ;
হুরপরী আজ বেহেশ্‌তের হাটে তোমার দরজায় ॥
আছেরে বৌ চারি জাতি, পদ্মিনীর পদে মতি
জাতের সনে যোগ হইলে, মধুর পিরিতি;
চন্দ্রমুখীর মুচ্‌কি হাসি, ভাবীর ঘরে ভাব জাগায় ॥
রং বাজারের সোহাগিনী, ভুবনহরা মনমোহিনী
তরুণী বালিকার মণি, সাধুজনে তুলে তায়;
পড়ে থাকে রাত্র দিনে, এই বৌয়ের চরণ সেবায় ॥
ক্ষীরদ সাগরের তটে, রোহিণী এক চন্দ্র ওঠে
আকাশ কূলে নূতন ফুলে, ঘোরে ভোমরায়;

Dhaka University Institutional Repository

এই ফুলেরি মুধ খাইয়া, মরলেও তাজা দুনিয়ায় ॥
জলের নিচে মানুষ একজন, দেখিতে রক্তবরণ
সুধার হাঁড়ি হাতে নিয়ে করে যায় নিমন্ত্রণ;
জালাল উদ্দীর গৃহ শূন্য, এই নিমন্ত্রণ কেমনে খায়?

(২২)

অর্থ ছাড়া ফকিরি কই, তালাশিয়ে দেখরে মন
দুনিয়ার দরবেশি যত, টাকা পয়সাই মূল কারণ ॥
ঐ যে দেখ লম্বা দাড়ি, মোল্লা কিম্বা হাফেজ-কারী
যায় তার ভাবে ফতোয়া জারি, নিজেরা ঠিক নাই কখন ॥
কথা কয়না কায়দা ছাড়া, পাগড়ি মাথে মার্কা মারা
ফন্দি খুঁজে বেড়ায় তারা কিসে হবে উপার্জন ॥
তবে হয়ত বলতে পারি, ঐ যে বেটা জটাধারী
পুত্র কন্যা ঘরবাড়ি, ছেড়ে ঘোরে কি কারণ;
দেখ কয়টা পয়সা দিয়া, নেয় কি না দেয় ফেলিয়া
পয়সার লোভ ছেড়ে দিয়া আছে বটে দুই একজন ॥
যাদের মুখে শব্দ নাই, ছেড়ে দিছে ভবের বড়াই
প্রেম সাগরে খেলছে লাই, পলক ছাড়া দুই নয়ন;
তারা করে একের আশা, জঙ্গলেতে করছে বাসা
সম্পর্ক নাই রতি-মাসা, সব দিয়েছে বিসর্জন ॥

(২৩)

পাগল করিলেরে বন্ধু পাগল করিলে
দিয়ে মুখের হাসি আগে ভালবাসি, যত দোষী আমায় বানাইলে ॥
আগে নাহি জানি হব কাঙ্গালিনী, অনাথিনী করে যাবে ফেলে
কথায় না ভুলিতাম সুখে থাকিতাম, জীবন যৌবন দিতাম না ঢেলে ॥
শুনিয়ে বাঁশরি ছেড়ে ঘর বাড়ি, ভিখারি সাজিতে ছিল কপালে
কার কাছে যাব দুঃখ জানাব, কত যে আগুন হৃদয়ে জ্বলে ॥
মনে হলে চান্দ মুখ ফেটে যায় বুক, সুখেতে অসুখ তুমিই করিলে
জালাল উদ্দীন কয় যদি মনে লয় দেখিয়ে যেও মরণ কালে ॥

Dhaka University Institutional Repository

(২৪)

আরে ও "ভাটিয়াল গাঙ্গের নাইয়া"
ঠাকু ভাইরে কইও আমায় নাইয়র নিতো আইয়া ॥
ঐনা ঘাটে বইয়ারে কান্দি দেশের পানে চাইয়া
চক্ষের পানি নদীর জলে যাইতেছে মিশিয়ারে ॥
কোন্ পরাণে আছেরে ভাই আমায় পাশরিয়া
জঙ্গলারি বাঘের মুখে, গেল নির্বাস দিয়ারে ॥
এই বাইশ্যাতে নাহিরে নিলে, গলায় কলশি বান্ধিয়া
ঐ না গহিন গাঙ্গের তলায় মরিব ডুবিয়ারে ॥
জালালে কয় আর কত দিন থাক সইয়া রইয়া
জল শুকাইলে নিবেরে নাইয়র বাঁশের পালঙ্ক দিয়ারে ॥

(২৫)

পাপীর আছে তোমার কাছে দয়া পাইতে অধিকার
পাপ করে নাই জন্মে যেজন ভাগী নয় সে করুণার ॥
পাপ না হলে মাফ করবে কি তখতে তোমার বসিয়া
মাফ না দিলে রহমানি নাম যাইবে তোমার মুছিয়া
পুণ্য করে কাজ কি আছে তোর কাছে হাত পাতিবার?
দুর্বলেরই বন্ধু তুমি, সবলের তো কিছুই না
প্রবল তোরে জনম ভরে একদিন মনে করে না
অধম জেনে নেও হে টেনে খুলে তোমার রুদ্ধদ্বার ॥
কোথা হতে কেমনে চলে এলেম আমি জগতে
চেষ্টা করেও পারলাম না আর নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে,
জীবন গেল জলের স্রোতে ভাসতে আছি অনিবার ॥
কোথায় বা রয়েছ তুমি, কোন সাগরের তীরে
হাওয়ায় মিশে বেড়াইতেছ কোন আকাশ ঘিরে,
মৃত্যু সবার সঙ্গের সাথি-বাতি নিভলেই অন্ধকার ॥
সমাধির পুণ্য গর্বে, দেহ যখন হইবে লীন
আর কি বাকি থাকবে আমার-আসতে ভবে কোনও দিন?
কাতরে কয় জালাল উদ্দীন এই খেলা পাতিসনে আর ॥

Dhaka University Institutional Repository

(২৬)

জন্ম মরণ বুঝতে পারে এমন সাধ্য আছে কার
করলে পরে মরা সাধন জানতে পার সেই বিচার ॥
ধরাতে মরা হইয়া সংসারে স্বরূপ দেখাইয়া
অরূপের রূপ মিশাও গিয়া দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত সার ॥
লাল রঙ্গে ওঠে ফেনা লোভী কামীর যেতে মানা
আগুনের কারখানা জ্যোতির্ময় কি চমৎকার ॥
বিরজায় নীলকান্ত মণি পরশে হয় সরস ধ্বনি
পাগল হয়ে ওঠে প্রাণী ধৈর্য্য রাখা বড়ই ভার ॥
একটি রূপ দুই ভাগ হইয়া দুই ছুরতে যায় মিশিয়া
জলের মধ্যে ফল ধরিয়া মধ্যে রয় মানুষ আকার ॥
জালালউদ্দীন কর্মদোষে থাকতে নাহি পারল হুঁশে
কলঙ্ক জগতে ঘোষে জাতি কুল গিয়াছে তার ॥

(২৭)

অনেক দিনের পাগল আমি ঘুরে বেড়াই তার তালাসে
শতকে একটা সত্য কথা শুনলে আবার মড়ায় হাসে।
হাঁটি পিছন দিকে চাইয়ে শুকনাতে যাই তরী বাইয়ে
পেট ভরে তিন বেলা খাইয়ে দিনটা কাটাই উপবাসে।
রাজা বাদশা উজির নাজির সবাই মোর খেদমতে হাজির
জরুলাড়কা মন-বাবাজীর তখ্‌ত আমার জলে ভাসে।
দালান কোঠায় মানুষ নাই বন-জঙ্গলে গেছে সবাই
পুরে যদি হইতাম ছাই উড়ে যাইতাম ঐ-আকাশে।
দুনিয়ার সব আমার গড়া পৃথিবী মোর পেটে ভরা
মরব বলে জেতা মরা গোর খুঁড়তেছি বাতাসে।
জালালে কয় ওরে বেটা তোর মতো আর ভাল কেটা
চিনতে লাগে বিষম লেঠা কেবল মাত্র অবিশ্বাসে।

Dhaka University Institutional Repository

(২৮)

আমার আমার কে কয় কারে ভাবতে গেল চিরকাল
আমি আদি আমি অন্ত আমার নামটি রুহুজ্জামাল
আমারি এশকের তুফান আমার লাগি হয় পেরেশান
আবাদ করলাম ছারে-জাহান আবুল-বাশার বিন্দু-জালাল।
আমিময় অনন্ত বিশ্ব-আমি বাতিন আমি দৃশ্য
আমি আমার গুরু শিষ্য ইহকাল কি পরকাল।
আমার লাগি আমি খাড়া আমার স্বভাব হয় অধরা
আমি জিতা আমিই মরা-আমার নাহি তাল বেতাল।
আমি লায়লি আমি মজনু আমার ভাবনায় কাষ্ঠ-তনু
আমি ইউছুফ মুই জোলেখা-শিরি ফরহাদ কেঁদে বেহাল।
আমি রোমের মৌলানা শাম্‌ছ তব রেজ দেওয়ানা
জুমলে-আলম মোর শাহানা খাজা সুলতান শাহ-জালাল।
আমার বান্ধা কারাগারে আমিই বদ্ধ অন্ধকার
মনের কথা বলব কারে কেঁদে কহে দীন জালাল।

(২৯)

আরে ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি-
এই ঘাটে লাগাইয়া নাও
নিগুম কথা কইয়া যাও শুনি ॥
ভাইট্যাল সুরের তাপেরে তাপে কাঁপে গাঙ্গের পানি
ঢেউ লাগিয়া যায় ভাসিয়া কাঙ্কের কলস খানি ও ॥
দখিন হাওয়ায় ওড়ে বাদাম ছঁইয়ার উপরে ছানি
ঝিলমিল কইর‍্যা শাড়ির অঞ্চল লইয়া যায় পরানি ও ॥
যে নিয়াছে প্রাণ তোমারই সে বা কেমন ধনী
আমি কলশি ভাসাইয়া জলে দরিয়ার ঢেউ গুনি ও ॥
যৌবন কালে জালাল বলে কারে আপন জানি
নানা রঙ্গে জল তরঙ্গে ভাইস্যা গেল জোয়ানি ও ॥

Dhaka University Institutional Repository

(৩০)

ও আমার দরদী আগে জানলে-
জানলে তোর ভাঙ্গা নায় আর চড়তাম না ॥
ভাঙ্গা নায় আর চড়তাম না গো দূরের পাড়ি ধরতাম না-
নব লাখ বাণিজ্যের বেসাত এই নায় বোঝাই করতাম না ॥
সোনার নাও পবনের বৈঠা ময়ুরপঙ্খি নাওখানা-
উতাল দইর‍্যার ঢেউ দেখিয়া ভয়েতে প্রাণ বাঁচে না ॥
দিগন্ত বাতাসের চোটে সকল সাগর হইল ফেনা-
মাইঝ খানেতে ডুইব্যা গেলে উপায় তো আর দেখি না ॥
উপরে নায়ের ঝিকিমিকি মাস্তুলে তার তিনটানা-
এক দুই করে ছিঁড়লো জাঙ্ঘা সেই চিন্তায় আর বাঁচি না ॥

(৩১)

কোন সাগরের মানিক তুমি কোন্ বাগিচার ফুল
তুমি আমার ময়না টিয়া, পরাণ বুলবুলরে-
কোন্ সাগরের মানিক তুমিরে ॥
আকাশে উঠিলে চন্দ্র, দেখে সবাই চাইয়া
তুমি আমার অন্তরের চান, কই রইলে লুকাইয়ারে ॥
আসবে বলে কথা ছিল, ঐনা ফাল্গুন মাসে
সারা জীবন কাটাইলাম কতই আশার আশেরে ॥
বাঁশের না পাতা যেমন বাতাসে লড়ে
মুই অভাগীর পরাণ ছট্ ফট্ ছট্ ফট্ করেরে ॥
বুক ফেটে যায় মুখ ফোটে না লোকের হইলাম বৈরী
জালালে কয় এই যন্ত্রণায় কোন্ দিন প্রাণে মরিরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

(৩২)

আলা নবী আলী রামকৃষ্ণ কালী
মুখে মুখে বলি কেবল সুদুর ভাবনায়।
রূপের ঐ মানুষ মূর্তি জীবত্বেই পরম কীর্তি
এই বুঝিয়া মন্ত্র নিয়া করগে উপায়
তা না হলে মুখের কথা কেবলি যাইবে বৃথা
নাম যদি না হয় গাঁথা ভক্তি সূতায় ॥
সাধনের উদ্দেশ্য জানিবে অবশ্য
প্রাণেতে প্রাণ মিশাইয়া মিলন দু'জনায়
হবে আত্মা উন্নত ষড় রিপু করবে নত
একে অন্যে অবিরত থাকিবে সহায়।
সংযোগে দুর্বল মনে শক্তি বাড়ে দিনে দিনে
আনন্দ আসিয়া প্রাণে বিভূতি দেখায়
ধ্যান হয় সমাধি কহে জালালউদ্দী
মুক্তির পথে পায় সিদ্ধি আপন চিনা যায় ॥

(৩৩)

পঞ্চ আত্মা ছয় রিপু আর অষ্ট শক্তি আছে এই ঘরে
দিন ফুরালে কেউ কারো না যার তার মতে যাবে ছেড়ে ॥
পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে তত্ত্ব চব্বিশ রয়
বাহির ভিতর দশ ইন্দ্রিয় আগেই জন্ম লয়
মনের পাছে জ্ঞানের উদয় হইতেছে এই ভবপুরে ॥
যৌবনেতে মদনা আসে কুচিন্তাকে লইয়া
বিবেক বুদ্ধি গতি রোধে চৈতন্যের সাথ নিয়া
সংসারী কাজ নেয় সারিয়া বিধিমতে শক্তির জোরে ॥
চৌষট্টি জেলার মধ্যে আঠারো মোকাম
নিত্য লীলা মধ্য স্থানে চলছে অবিরাম

Dhaka University Institutional Repository

জপ করে নেয় নিজেরই নাম অজপা সেই দুই অক্ষরে ॥
প্রাণ অপানে উদ্যান বাগান সমান লইয়া সাথে
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া মাৎসর্যেতে
বিলাসিতায় শয্যা পেতে জালালকে আর চিনলোনারে ॥

(৩৪)

অন্তরে অন্তরে দেখ গিয়া চিন্তা করে
প্রভু সাঁই পরোয়ারে কী খেলা খেলায় ॥
থাকিয়া নিরালা ঘরে সৃষ্টি নিয়া চিন্তা করে
বিচিত্র কৌশল করে জীবেরে বানায়
ছিয়া ছফেদ লাল জরদা চার রঙ্গে দুনিয়া বাঁধা
বানাইয়া নর মাদা ভবেতে পাঠায় ॥
মানুষের ভিতরে মানুষ আত্মা দিয়া করছে হুঁশ
কেউ যে রইয়াছে সন্তোষ কারে বা কাঁদায়
প্রথম গড়ে নাভি কুণ্ড উর্ধ্ব পদে হেঁট মুণ্ড
তিনশ দশ দিন দশ দণ্ড রেখে এক জায়গায় ॥
নাভির চার আঙ্গুল নীচে তিনটি যে পাত্র আছে
তিন পদার্থ তারি মাঝে ভরছে নিরালায়
উপরে হাওয়া নিচে পানি মধ্যে আগুনের খনি
ক্ষান্ত নাহি দিন রজনী তিনজনে চালায় ॥
নাভির উপরে সিনা দেখিতে বেশ নমুনা
দুই ধারে দিয়াছে টানা হাওয়ার জানালায়
যেমন একটা রাজবাড়ি থরে থরে কর্মচারী
তুলনা রাবণের পুরী করা নাহি যায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

(৩৫)

চোখ থাকিতে হইলে কানা ওরে আমার অবুঝ মন
কাছে দিয়ে সদায় ঘুরে পাও না তবু দরশন ॥
মায়া মোহের বিষম ধাঁধা সাজিয়াছ ধোপার গাধা
রূপ রসের দড়িতে বাঁধা ঘুরতেছ তাই সর্বক্ষণ ॥
মহা ঘুমের অঘোর ঘোরে মায়া নিদ্রায় ধরছে তোরে
থাকতে সুখে মরলে পরে করগে তাহার আয়োজন ॥
কেটে নেও মায়া বেড়ি হয়ে গেল বহুত দেরি
আঁধার ঘরে সোনার পুরী ভুগতে হবে জ্বালাতন ॥
হৃদয় পুরের অধিবাসী প্রাণের ভিতর বাজায় বাঁশি
সার করেছে কান্না হাসি দেখে যত মিথ্যা স্বপন ॥
জালালে কয় ভুল ভাঙ্গিয়া ওঠ এইবার লাফ মারিয়া
নইলে পড় ঘুমাইয়া চির নিদ্রায় জন্মের মতন ॥
আর নাহি জাগিও হেথা বলে দিলাম সত্য কথা
ছেড়ে যত লোক মমতা মালিকের না রাখ স্মরণ ॥

(৩৬)

প্রেমের দেশে যাইতে হলে সাধন বলে
আয় না একবার দেখে আসি ॥
দেখিলে আনন্দ বাড়ে তার ভিতরে
খেলা করে রবি শশী ॥
অরুণে দিচ্ছে কিরণ শোনরে ও মন
অমাবস্যাতে হয় পূর্ণমাসী ॥
প্রেমপুরীতে নয়টি রাস্তা বিকায় সস্তা
খোদ মহাজন ঘরে বসি ॥
পাইকারি দর লইতে পারে এ সংসারে
যে হইয়াছে যোগী ঋষি ॥

Dhaka University Institutional Repository

দমের ঘরে কপাট মেরে শক্তির জোরে
দেও পাহারা দিবানিশি ॥
জালালে কয় তোর মধ্যি ঘরে মাল ভাণ্ডারে
পড়ে থাক তুই উপবাসী ॥

(৩৭)

তুমি না জাগাইলে প্রভু জাগিবে না প্রাণ আমার
তুমি না ঘুচাইলে কভু ঘুচিবে না এই আঁধার
সকলই তোমারই করে ভুলে আছি অহংকারে
মিছে আমার আমার করে ঘুরে মরছি অনিবার ॥
তোমার করুণা বিনা কেহ যে তোমারে পায় না
তন্ত্রে মন্ত্রে যায় না জানা পায় না ভক্তি ব্যবহার ॥
তুমি না ছাড়াইলে মায়া সঙ্গে রবে অঙ্গের ছায়া
হাত পা আছে যত কায়া সবাই যে মমতা তোমার ॥
তুমি না ভাঙ্গিলে মোহ, ভাঙ্গাতে আর নাই কেহ
চরণে ভুলিয়া লহ-এ দাসেরই জীবন ভার ॥
যার অন্তরে যত ভয় তাহার আছে তত সংশয়
নির্ভীক জালালে কয় তোর কাছে না যাব আর ॥

(৩৮)

স্বর্গ যদি থাকেই তবে আছে জান এই জগতে
নরক-ভীরু ভাবছে বৃথা ভয়ে ছুটে যায় বিপথে ॥
এইটা সেইটা কতই করে পিছনের সুখ চেয়ে পরে
দেহের মায়া ছাড়তে নারে খুশি হইয়া প্রাণেতে,
বাতাসে মিশিয়া যাবে চিহ্ন একটু নাহি রবে
আবার যদি আসে ভবে থাকবে না কার মনেতে ॥
সবেই যদি ভুলে যায় ফল কি তবে উপাসনায়
বলাবলি শাস্ত্র কথায় সাগর পাড়ি হয় দিতে,
সেই সমুদ্দুর রয় কোনখানে বোঝা যায় না অনুমানে

Dhaka University Institutional Repository

ধরা যায় না বুদ্ধি জ্ঞানে ভেবে দেখছি কতই মতে ॥
ললাটে যা আছে লিখন সেই ভাবেতে যায় জীবন
মিথ্যা এ সব দেখছি স্বপন দিন যাইতেছে ভাবনাতে,
দেহ আত্মার শান্তি বিনে কোনও কিছুই নাই পিছনে
জালাল উদ্দীন ভাবছে মনে আমিই আছি ঠিক পথে ॥

(৩৯)

জীবের মাথাতে রয় চূড়ামণি আদ্যে ব্রহ্ম হয় যে স্থিতি
মহাবিষ্ণু পেটের মধ্যে করিতেছে সুখের বসতি ॥
মুখেতে সুভদ্রা আর চক্ষে কালাচান
নাসিকাতে নিত্যানন্দ কানে ইন্দ্রের বাণ
জিহ্বায় থেকে নারদমণি ঘটাইছে বিঘ্ন দুর্গতি ॥
হাতে সেই গোবিন্দ রহে বাহুতে বলরাম
কোমরেতে জগন্নাথে চালায় সকল কাম
খেতে শুইতে নাই তার বিশ্রাম যার কাছে রয় শত শক্তি ॥
বসুমতী আছে জান হাঁটু আরও পায়
মরণের খবর সবেই ছয় মাস আগে পায়
তারে ধ্যানে জ্ঞানে রাখতে পারলে গুরুর চরণ কর ভক্তি ॥
আঠারো মোকামের খবর নিত্যই যারা লয়
মরার আগে মরতে পারে জিতেন্দ্রিয় হয়
রইবে না শমনের ভয় আত্মার সনে যার পীরিতি ॥
মণিপুরের আত্মারাম সে রক্তে মিশে রয়
সহস্রারে একাধারে সুখের মিলন হয়
জয় পরাজয় কোনদিন কী হয় জালাল ভাবছে দিবারাতি ॥

(৪০)

সময় আমার এল নিকট ঘোর সঙ্কট
উপায় তো আর দেখি নারে ॥
টানিয়া আনিলাম কষ্ট করে নষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

সোনার সংসার এক্কেবারে-
দিন থাকিতে হুঁশ হইল না বিষম দেনা
ডুবছে তরী ঋণের ভারে ॥
গোলাঘর চুপে চুপে সকল রূপে
লুট হয়ে গেল অন্ধকারে-
চোরেরা যে নির্বিবাদে বোঁচকা বাঁধে
মরছি কেঁদে অশ্রুধারে ॥
করেছিলাম খুব চালাকি দিতে ফাঁকি
বদ-বুদ্ধি আর অহংকারে-
কখনও এমনি ভাবে আর না যাবে
নিকাশ-দাবির মামলা ঘাড়ে ॥
ধরাকে সরা জ্ঞানে অভিমানে
হিংসা করলাম যারে তারে-
চলিয়া গেছে সেদিন জালাল উদ্দীন
দায় ঠেকলো আজ ঘরের দ্বারে ॥

(৪১)

একত্রে হইয়াছে গাঁথা সরু মোটা তিন পিতলা তারে
পুরানা তানপুরা আমার ঠিক সুরে তাই বাজেনারে ॥
যারে খুঁজতে জগৎ পাগল সৃষ্টি নিগূঢ় তত্ত্ব ভাবি
তারি হাতে রয়ে গেল সকল বাক্সের তালা চাবি,
দিশাহারা মানুষগুলা করছে কত উলা মেলা
এই দুনিয়া পান্থশালা বিষম জ্বালা সহেনারে ॥
উদারা মুদারা তারা সত্ত্ব রজ আর তম গুণে
ঝঙ্কারিয়া ভাসে ধ্বনি রাগিণী না কেউ শোনে,
ত্রিগুণেতে এই ত্রিভুবন হিসাব নিলে হয় মহাজন
পেয়ে পরমার্থ ধন ঘরেতে সে রহে নারে ॥
দেহ মধ্যে শিরায় শিরায় জানিনা কী কথা কয়
অস্থির আমার অন্তর-আত্মা দিবা নিশি জাগে ভয়,

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্গপুরে চলার পথে উঠেছি এই দেহ রথে
শান্তি পাইনা কোনও মতে ভাবনা চিন্তা গেলনারে ॥
প্রভাব আসে ফুলের মতো দুপুরবেলায় বাঁধে সাজ
বহু রঙ্গে সর্ব অঙ্গে জালালের এই হৃদয় মাঝ
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ আশা বিকাল বেলা সব সমস্যা
রয়ে গেল এলোমেলো সমাধা আর হলনারে ॥

(৪২)

সত্য মানুষ বলবে তারে
ঘর ফেলিয়া দূরে দিয়া ঘুরে আবার আসতে পারে ॥
দমের কোঠায় চাবি দিয়া হেস্তিকে নেস্তি করিয়া
ফানা হালে চলে গিয়া বরজক সহরে
নিজের মুরত সামনে ভাসাও শ্রীকলা নগরে-
হুঁস রাখিয়া কথা কইলে উত্তর পাইবে তোর ভিতরে ॥
উপর তলায় মানুষ থাকে তিবেনীর উজান বাঁকে
দম সামর্থ্যে ছবি আঁকে হৃদয় পিঞ্জরে
সেই ছবিকে সামনে নিয়া যদি থাক পড়ে-
ডাক দিলে সে সামনে আসবে চাও যতদিন ভক্তি ভরে ॥
যেরূপ ভাসে দর্পণেতে সেই রূপ সকল হৃদয়েতে
জাগ্রত হয় কুম্ভকেতে দম আটকাইলে পরে
সেই রূপের সাধনা করলে যাবে অমর পুরে-
জালালে কয় পাইতে হলে মুঠোর কিছু পাবি নারে ॥

(৪৩)

মন তুই চিনবে কি মানুষে
তোর ভিতরে সোনার মানুষ কোন্‌খানে রয়েছে বসে ॥
হৃদপিঞ্জরে কেবা আছে জিজ্ঞাসা কর গুরুর কাছে
কোন্ সময়ে কোথা রহে কোন্ রসেতে ভাসে
অবিকল তোমারই মত আছে মানুষ বসে-

Dhaka University Institutional Repository

কানে শোনা হল কেবল দেখলে না তুই আপনা দোষে ॥
সহজেতে ভাব ধরিয়া মানুষের সঙ্গ নিয়া
নির্জনে রও চুপ করিয়া পাইতে পার বসে
অধর ধরা বেঁচে মরা ধরা দেও না খোশে-
চারি যুগে সিদ্ধ হইলে পাওয়া যাবে অনায়াসে ॥
অন্তর আত্মা পরশমণি নিকটে তার সোনার খনি
তার নিচে বিষাক্ত ফণি পুড়ে যায় তার শ্বাসে
দংশনের ভয় দেখাইয়া পলাইয়া যায় শেষে-
যখন উঠে ফুসফুসায়ে বুক বেঁধে নেও খুব সাহসে ॥
অধর ধরা জ্যান্ত মরা থাকবে এসে সামনে খাড়া
অন্ধে তারে দেখতে পারে চোখ থাকলে না ভাসে
আন্ধার ঘরে ধান্ধার মেলা চক্ষুওয়ালায় হাসে
জালাল উদ্দিন পারলো না আর যৎ সামান্য অবিশ্বাসে ॥

(৪৪)

চিনা যায় না বাবুসাহেব রঙ্গি চঙ্গি পোষক পরে
বছর খানেক আগে দেখছি চাপদাঁড়িটা দুগাল ভরে ॥
বয়সেতে ঠিকই বুড়া কাজেতে শয়তানের ঘোড়া
দেখায় একটা জুতার মুড়া চব্বিশ ঘন্টা পরে পরে ॥
শরাশরিয়ত আর মানে না বলে এসব আছে জানা
চোখ থাকিতে চশমাকানা মদ খেতে বেশ্যার ঘরে ॥
যত গুণ্ডা চোরের সনে ভাব রেখে নেয় মনে মনে
গুদাম পুইড়্যা টাকা গোনে মস্ত মানুষ দাবি করে ॥
বাপদাদার নাম কেউ জানে না অল্প দিনের আমিরানা
পরিবারে নামাজ মানা রোজা রয় না অনাহারে ॥
জালালে কয় এই মত চক্ষে পড়ে শতে শত
নাম করে আর বলব কত বড়মানষাতি দাবি ধরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

(৪৫)

জলের নিচে চাঁদ উঠেছে, ধরতে গেলে বাজে গোল
নদীর উপর-তলা খুব চঞ্চলা, ভাবতে গেলে প্রাণ আকুল ॥
জোয়ারেতে ভাটির পানি, উজায় কেন নাহি জানি
আষাঢ় মাসে নওজোয়ানি, তরঙ্গে ভাঙে দু'কূল ॥
প্রেমিকের সাধনার ধন, না-চিনলে কে করে যতন
ভাসিয়ে যায় পরশ-রতন, হইয়া তৃণ সমতুল ॥
আকাশেতে গাছের শিকড়, পাতালে ফুলের ভিতর
মধুপানে মত্ত ভোমর, ডালে বসে নাচে বুলবুল ॥
নেশা খেয়ে আছ পড়ে, কাম-কামিনীর সঙ্গ ধরে
গুরুর নাম আশ্রয় করে, অন্ধ আঁখি ফোটায়ে তোল ॥
জালাল উদ্দীন দিশেহারা, হয়না চন্দ্র সাধন করা
মরিয়ে তিন যুগের মরা, কলিতে ফোটাবে ফুল ॥

(৪৬)

ইয়া হাবিবু ইয়া রছুলু, নায়েবে আল্লার
দীন-দুনিয়ার বাদশা তুমি, পারে কর্ণধার ॥
আরবেতে জন্ম নিয়ে, ইসলামের পথ দেখায়ে
কত কষ্ট সহ্য করলা, দুনিয়ার মাঝার
আখেরেতে মদিনাতে, রওজা হয় তোমার ॥
আছে যত আশেকান, তোমার লাগি পেরেশান
দয়া করে যারে তুমি দিছে দিদার
ইহকালে পরকালে ভয় কি আছে তার ॥
ধনী দুঃখী দু'জাহানে, চেয়ে আছে তোমার পানে
পুল-ছেরাতে তোমার হাতে, মোহর ফাতেমার
শাফায়তে উদ্ধারিতে, বান্দা গোনাগার ॥
নূরানি ছুরতে ছবি, সকলেরি শেষ নবী
কহে পাগল জালাল কবি, ভরসা আমার
অধম জেনে দেল-রৌশনে, দেখাইও দিদার ॥

Dhaka University Institutional Repository

(৪৭)

টাকা কলির পরম ধর্ম টাকাতে সকল কর্ম
টাকা বিনে কোন কর্ম করা নাহি যায়
যার ঘরে টাকা আছে লক্ষী বান্ধা তার কাছে
রঙ্গেতে রমণীর কাছে, বসে দিন কাটায়;
পেয়ে লোকের ভালবাসা পূর্ণ হয় মনের আশা
দালান-কোঠায় বাঁধে বাসা ফুলের শয্যায় ॥
ধনীর কাছে কাঙ্গাল গেলে কথা কয় না আঁখি মেলে
তাদের কথা তারাই বলে আড়ে আড়ে চায়,
পুছেনা কাঙ্গালের কথা কেন এলে যাবে কোথা
পেয়ে শেষে মনে ব্যথা, গৃহে চলে যায় ॥
জালালের বাণী শোনরে ভাই ধনী
কেন তোমরা এমন কর দু'চার দিনের দায়,
ভাঙ্গে আর গড়ে হাসাইলে কাঁদাতে পারে
চলিতে হয় বিধির বরে এই দুনিয়ায় ॥

(৪৮)

পয়সার মত এত ভাল আর তো কিছুই নয়
যারে পেলে হাত বাড়ায়ে কাষ্ঠের পুতুল কথা কয় ॥
তালুকদার কি জমিদার, ডিপ্‌টি মুন্সেফ ব্যারিষ্টার
পয়সা বিনে সাধ্য কার, চশমা দিয়ে বসে রয় ?
লোহার সিন্দুক টিনের বাড়ি, টেবিল চেয়ার আলমারি
গয়না-পরা সুন্দর নারী, ঘোমটা টেনে কথা কয় ॥
বাহির বাড়ি রঙ্গমহলে, রাত্র দিবা পাখা চলে
ভদ্রলোকে দলে দলে আসা যাওয়া সব সময়;
ঐ-যে পয়সা ঐ-যে টাকা, লতায় পাতায় ছবি আঁকা
না থাকিলে বেঁচে থাকা নিতান্তই কষ্টের বিষয় ॥
মক্কা কি মদিনা চল, গয়া কাশী যতই বল
পয়সা হলে সিধে চল, নইলে কি আর যাওয়া হয়?

Dhaka University Institutional Repository

পয়সা দিলে দেবতার মন, তুষ্ট থাকে সর্বক্ষণ
স্বর্গে যাইতে নাই বিড়ম্বন, হাত বাড়ায়ে টেনে লয় ॥
আয়রে পয়সা হাতে আয়, জগতই তোমারে চায়
ফকির-দরবেশ পিরের দরগায়, তোমারি দক্ষিণা লয়;
জালালে কয় ভুলরে ভুল, গোলের ভিতর মহাগোল
অশান্তির মূলামূল ভেবে দেখেন মহাশয় ॥

(৪৯)

মায়া নদীর অতল নীরে দেহ তরী দিস্ না ছেড়ে
তা হলে তোর মুক্তি নাহি লক্ষ জনম ঘুরে ফিরে ॥
দমে ভাটির পানে ধায় শমন রাজার ঘাটে লাগায়
নামের বাদাম তোল নৌকায় প্রেম ভক্তি বাতাসের জোরে ॥
মাঝি ছয়টা আনাড়ি সদায় করে মারামারি
ঘূর্ণিপাকে লাখে লাখে ডুবে তরী ভব-সাগরে ॥
পাইলে সুজন কর্ণধার উজান তরী চলে যায় তার
ডুবাইলেও না ডোবে ভরা লোকসান কিছু নাহি পড়ে ॥
হবি যদি মায়া মুক্ত, মনকে আগে করগে শক্ত
গুরু গোঁসাইর হওরে ভক্ত শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অটল করে ॥

(৫০)

ফিরে যাওয়ার সময় হল এখনও তোর নাইরে চেতন
কী করিতে ভবে এসে করে যাও কী পাগল মন ॥
দিন ফুরাল সন্ধ্যা হল, আর কত ঘোরাবে বল রঙ্গ রসে জীবন গেল
পিছনেতে কাল শমন ॥
হেলায় হেলায় বেলা গেছে ঠেলাধাক্কা বাকি আছে
জেনেও তোমার আশা মিছে, বন্ধ রইলে আজীবন ॥
কামিনীর কুহক জালে আটক রইলে সকল ভুলে
হুঁশ হইবে আর কোন কালে চিনিবে সার মহাজন ॥
জালাল তুমি কী আশায়, এখনও রয়েছ নেশায়
সময় গেলে করবে হায় হায় কে শুনিবে সেই রোদন?

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

জালাল উদ্দীন খাঁর হস্তলিপি

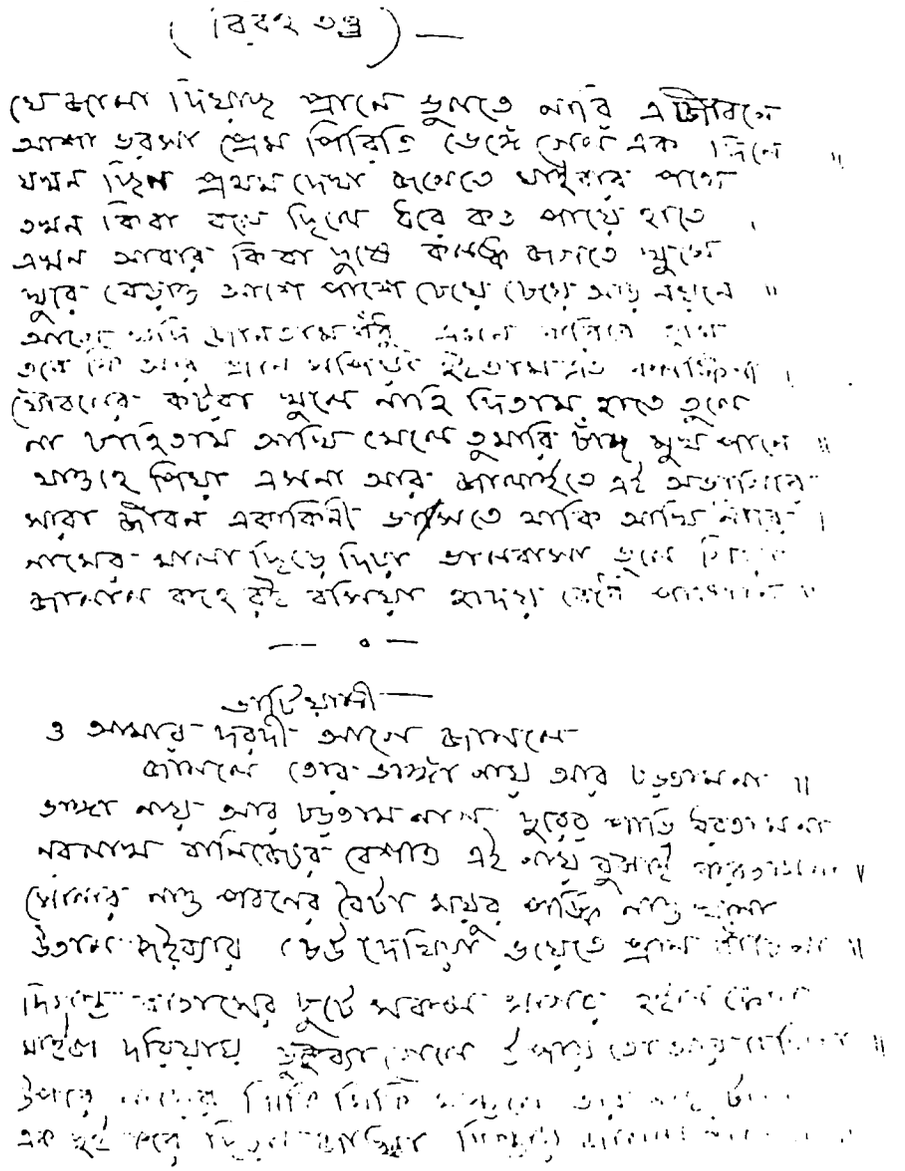

নিগূঢ় ১২—

বিচার করলে পাইনা বিভেদ
কে হিন্দু কে মোসলমান ।
রক্ত মাংস একই বটে সবার আছে একই প্রাণ ॥
জীব সাহারে বলে হয় সেতো সুন্দর দেহ নয়
প্রাণ পদার্থ জানতে হয় সবাতে তার এক সমান ॥
সবাতে মস্তিষ্ক থাকে মন বুদ্ধি সেইতে রাখে
পায় হাতে চোখ মোখ একই কাজ করে পান ॥
বাতাস খেয়ে জীবন বাঁচে আলোতে প্রকাশ আছে
পরমায়ু তার কাছে এক ভাবে সবাই পান ॥
একই হয় সবার সেরা আছে যারা স্বীকার করা
ভিন্ন করে ওলে করো দিয়েছেন বিভেদের ~~প্রকাশ~~ প্রমাণ ॥
মানুষের পরে দেখ জন্মে ভিন্ন হইয়া ভিন্ন জ্ঞানে
সারা সারা তাকে নিচে ঠেলে হারি আল্লার ভগবান ॥
এখো বিচার কোথায় গেল পরম মিলন ছিল হইল
আমার চাঁদ ঢেকে রইল সাইন শুধু তাহার নাম ॥

— ০ —

সাধন ১৩ —

আসমানে দেখা যায় পার যাবে কাহানায় ।
রের সাইন আগে নিলে পারবেনারে আসমানায় ।
দেহ নৌকায় তিনটি ঘর চার নিলয়ে তিন জানায়
পাইয়া জন মানুষ একজন সদায় সে কাল ঘুরায় ॥
বাহিরেতে তিনটি নাড়ি মধ্যে উদয় শশী রবি
চন্দ্র সূর্য একই যতি যাহার যথা উদয় তাহায় ॥
উর্ধ দিকে টান যারা সহজেতে পায় তারা
মনের পতনের খোঁজা সেই আইনশাহ প্রেম সুধায় ॥
চেতন মাথায় হয় চেনা শিক্ষার কর নামের খেলা
শক্তির বাজারে বেপারে দিতে নিশি সন্ধুম যায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible] ৪৩ / ৩৪
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible] ॥

— ৩৪ টী

[illegible]
~~[illegible]~~
[illegible] ॥

[illegible] ৭২
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥
[illegible] ৪৪
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥

— • —

Dhaka University Institutional Repository

লোককবি জালাল উদ্দীন খাঁর বংশ তালিকা

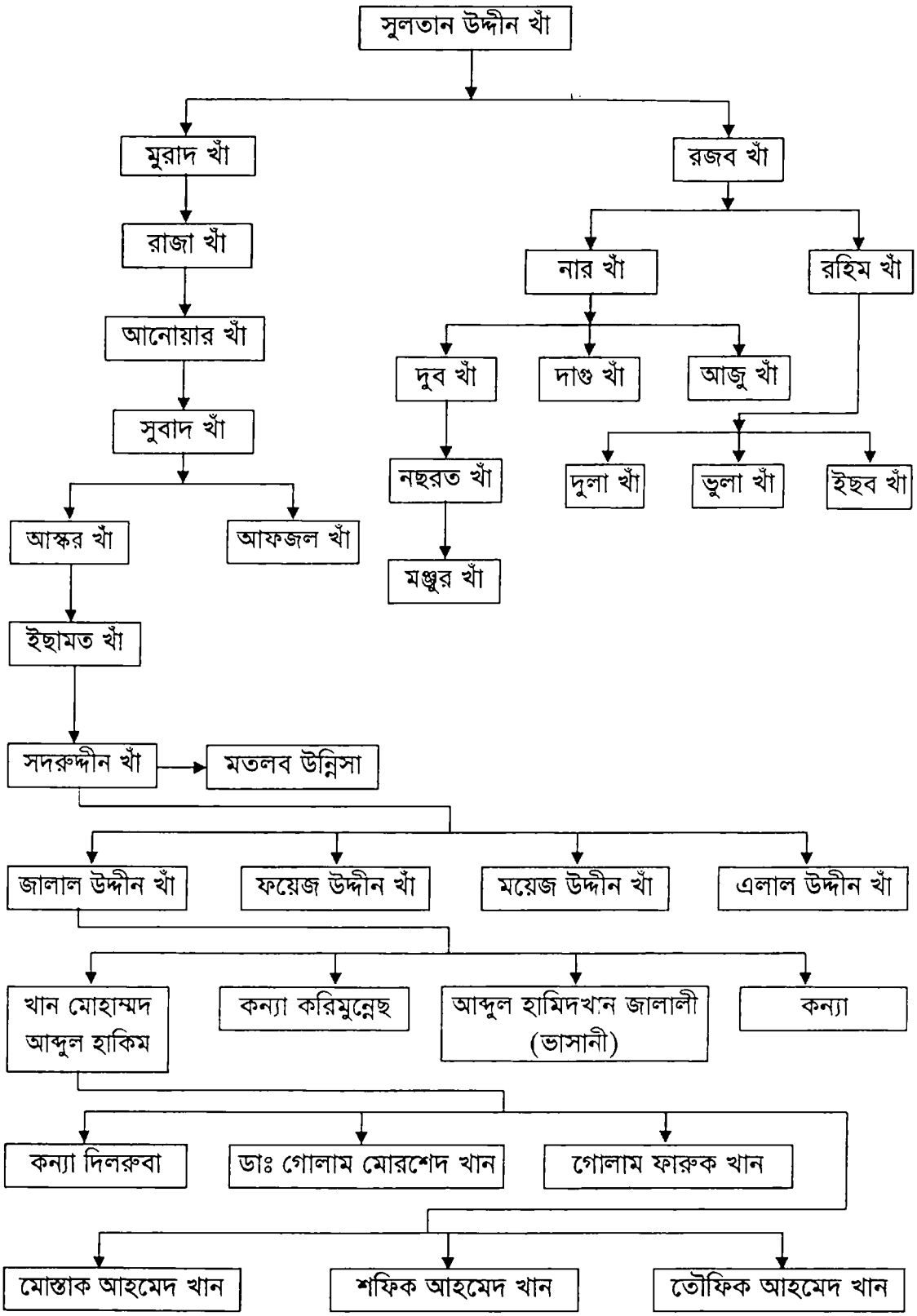

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

তালিকা ঃ

✧ জালাল উদ্দীন খাঁ (১৮৯৪-১৯৭২), মোহাম্মদ আজিজুল হক চৌধুরী।

✧ জালাল গীতিকা সমগ্র, সম্পাদনা- যতীন সরকার।

✧ নিরন্তর (সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক পত্রিকা), সম্পাদক- নাঈম হাসান।

✧ গানের বাহিরানা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সম্পাদনা- মৈনাক বিশ্বাস।

✧ গানের ঝর্ণাতলায়, অধ্যাপক ডঃ মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী।

✧ বাংলার পঞ্চগুরুর ভাবসঙ্গীত, মোহাম্মদ এন্তাজ উদ্দিন।

✧ বাংলা দেহতত্ত্বের গান, সুধীর চক্রবর্তী।